৪১ পরে এই মত হইল যখন বলবান হইলে যাঁকুব রাখিল পাঁচনি সে পশুর সম্মুখে যাহাতে তাহারা গর্ভিনী হয় পাঁচনির মধ্যে
৪২ মূলে। কিন্তু রোগা পশু দেখিয়া তাহা করিল না ইহাতে রোগা হইল লবনের ও বলবান যাঁকুবের তাহাতে তাহার বিস্তারিত বৃদ্ধি হইল ও বহু পশু ও দাসী দাস ও উট গর্দ্দভগণ।

পর্ব্ব ৩১ পরে যাঁকুব শুনিল লবনের পুত্রের এ কথা যাঁকুব পাইয়াছে আমারদের পিতার সমস্ত ও আমারদের পিতার বেসাত হইতে পাইয়াছে এ সমস্ত সম্ভ্রম।
২ যাঁকুব ও দেখিল লবনের মুখ পূর্ব্বের মত নহে।
৩ অতএব যিহুহা বলিলেন যাঁকুবকে ফিরিয়া যাও তোমার পিতা ও তোমার কুটুম্বের দেশে তাহাতে আমি হইব
৪ তোমার সাতি। অতএব যাঁকুব ডাকিয়া পাঠাইল রাখেল ও লেয়াকে ক্ষেত্রে তাহার পালের কাছে।
৫ ও বলিল তাহারদিগকে আমি দেখি তোমারদের পিতার মুখ পূর্ব্ব মত নহে আমারদিগে কিন্তু আমার পিতার ঈশ্বর বিদ্যমান হইলেন আমার
৬ সাঁই। তোমারা ও জানহ আমার শক্তি অনুযায়ি
৭ তোমারদের পিতার সেবা করিলাম তোমারদের পিতা ফাঁকি দিয়াছে ও অন্যথা করিয়াছে আমার মাহিনা দশ বার কিন্তু ঈশ্বর আমাকে হিংশ
৮ দিতে দিলেন না। যখন সে বলিল এই ফট্টারা হবে আমার মাহিনা তখন সমস্ত পশু পুসব হইতে লাগিল ফট্টারা পরে যখন বলিল এই জেলিবটা

হবে তোমার মাহিনা তখন সমস্ত পশু প্রসব হইতে
৯ লাগিল জেলিবটা। এই মত ঈশ্বর তোমারদের
১০ পিতার পশুগন লইয়া দিয়াছেন আমাকে। পশুগন
গর্ব্ভ হওনের সময় এই মত হইল আমি চক্ষু মুদ্রিত
করিয়া স্বপ্নে দেখিলাম যেঘগন যে ছাঁগিল মেষীর
দের ওপরে জেলিবটা ও ঘট্টারা ও সিপ্পি বর্ন।
১১ তখন ঈশ্বরের দূত স্বপ্নে কহিল আমাকে যাঁকুবহে
১২ ও আমি বলিলাম হাঁ ঈশ্বর। তাহাতে তিনি
কহিলেন দৃষ্টি করিয়া দেখ যে মেঘগন ছাঁগিতেছে
যেষীরদের ওপরে জেলিবটা ও ঘট্টারা ও সিপ্পি
বর্ন আমি দেখিতেছিই যাহাং লবন করিয়াছে
১৩ তোমাকে। আমি বীতেলের ঈশ্বর যে স্থানে
তুমি তৈল মর্দ্দন করাইলা স্তম্ভ ও যে স্থানে মানন
করিলা আমাকে এখন ওথান করিয়া যাও এ দেশ
১৪ হইতে ও ফিরিয়া যাও আপনার কুটুম্বের দেশে। তখন
রাক্কেল ও লেয়া প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল তাহাকে
আমারদের পিতার বাটীতে আমারদের আর কিছু
১৫ অংশ কি অধিকার আছে। আমরা বিদেশীর
মত নহি তাহার কাছে তিনি বিক্রী করিয়াছেন আমার
দিগকে ও একান্ত খাইয়া ফেলিয়াছেন আমারদের
১৬ তঙ্কা। যে সমস্ত ধন ঈশ্বর লইয়াছেন আমার
দের পিতা হইতে তাহা আমারদের ও আমারদের
শিশুর দিগের এখন যাহাং ঈশ্বর বলিয়াছেন
তোমাকে তাহা কর।
১৭ তখন যাঁকুব উঠিয়া তাহার পুত্র ও জায়ার

১৮ দিগকে ওট আরোহন করাইল। পরে লইয়া
গেল তাহার সমস্ত পশু ও যাহা তাহার ছিল
তাহার পশুগন যাহা পাইয়াছিল পদন আরমে
পরে চলিল যনাঁয়ন দেশে তাঁহার পিতা য়িজহকের
১৯ ঠাঁই। তৎকালে লবন গিয়াছিল তাহার মেষের
লোম কাটিতে এই সময়ক্রমে রাহেল চুরি করিয়া
২০ লইলেক তাহার পিতার পুতিমা। এবং যাঁকুব
না বলিয়া পুস্থান করিল আরমী লবনের নিকট
হইতে সে ও বলিল না তাহাকে তাহার পলায়ন
২১ কথা। সেই রূপে সে তাহার সমস্ত লইয়া
পলায়ন করিল ও নদী পার হইয়া চলিল ও গলওাদ
২২ পর্ব্বতেরদিগে মুখ করিল। তৃতীয় দিনে কেহ
২৩ লবনকে বলিল যে যাঁকুব পুস্থান করিয়াছে। তখন
সে আপন অন্তরদি সাতে লইয়া তাহার পাছে
দৌড়ি গেল সাত দিনের পথ পরে ধরিল তাহাকে
২৪ গলওাদ পর্ব্বতে। ঈশ্বর রাত্রে লবন আরমীর
ঠাঁই স্বপ্নে আসিয়া বলিলেন সাবধান যাঁকুবকে
ভাল মন্দ বলিও না।

২৫ যাঁকুব তাহরাতাম্মু পর্ব্বতের ওপর ঘাড়া করিয়াছিলেন
তখন লবন ওপস্থিত হইল যাঁকুবের কাছে এবং সে ও
তাহার লোকেরা তাম্মু ঘাড়া করিল গলওাদ পর্ব্বতে।
২৬ ও লবন বলিল যাঁকুবকে এ কি কায তুমি গুপ্ত পুস্থান
করিয়াছ ও আমার কন্যারদিগকে লইয়া গিয়াছ
২৭ যেমন তলোয়ারে লুটিত। কিমর্থে গুপ্ত পলায়ন
করিয়াছ ও চুপে পুস্থান করিয়াছ আমার নিকট

হইতে ও না বলিয়াছ আমাকে। তাহাতে আমি
পাঠাইয়া দিতাম তোমাকে আনন্দ এবং গীত ও বাদ্য
২৮ ও বীণা ধ্বনি করিয়া। তুমি ও আমার নাতি
নাত্নী কন্যারদিগকে চুম্বন করিতে না দিয়াছ
২৯ ইহাতে পাগলামি ক্রিয়া করিয়াছ। আমার
ক্ষমতা আছে তোমাকে ব্যাঘাত দিতে কিন্তু গত
রাত্রি তোমার পিতার ঈশ্বর কহিলেন আমাকে
এ কথা সাবধান যাঁকুবকে ভাল মন্দ বলিও না।
৩০ এখন তোমার পিতার ঘর দেখিতে তোমার বড়
ইচ্ছা অতএব বড়ই যাইতে চাহ কিন্তু কেন চুরি
৩১ করিয়া লইয়াছ আমার ঠাকুর। তখন যাঁকুব
প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল লবনকে আমি ভাবিলাম
কি জানি জোর করিয়া লইয়া যাইবা তোমার কন্যার
৩২ দিগকে আমা হইতে। যাহার সাতে তোমার
ঠাকুর তাহাকে মারিয়া ফেল আমারদের এগীনার
দের সন্মুখে তোমার কি আছে আমার সাতে
তাহা তজবিজ করিয়া লও। যাঁকুব জানে না যে
৩৩ রাক্ষেল চুরি করিয়াছিল তাহা। তখন লবন
প্রবেশ করিল যাঁকুবের তাম্বুতে ও লেয়ার তাম্বুতে
ও দুই দাসীর তাম্বুতে তাহাতে তাহা পাইল না পরে
লেয়ার তাম্বু হইতে যাইয়া প্রবেশ করিল রাক্ষেলের
৩৪ তাম্বুতে। কিন্তু রাক্ষেল প্রতিমাকে লইয়া থুইয়া
ছিল ওটের পালানের নিচে ও বসিল তাহার
ওপর। লবন তল্লাস করিল সমস্ত তাম্বু কিন্তু
৩৫ তাহা পাইল না। ও রাক্ষেল বলিল তাহার

পিতাকে আমার ঠাকুর রুষ্ট হওন না যে আমি
উঠাইতে পারি না তোমার সন্মুখে এহারন আমি
ধ্বস্তবতী পরে সে যুজিল কিন্তু প্রতিমা পাইল না।
এবং যাঁকুব ওঙ্কে বলিল লবনকে আমার ভাইট
৩৬ কি আমার পাপ কি যে তুমি এত জুবিয়া আইলা
আমার পাছে। তুমি ঢুঁড়িয়াছ আমার সমস্ত বস্তু
৩৭ তোমার বাটীর সকল পাত্রের কি পাইয়াছ যে তাহা
আমার ও তোমার এগীনারদের সন্মুখে তাহারা
বিচার করুক আমারদের মধ্যে। কুড়ি বৎসর
৩৮ আমি জিলাম তোমার সাতে তাহাতে তোমার ভেড়ী
ও ছাগী গাবড়া ফেলাইল না ও তোমার পশুর মেষের
পাঁঠা আমি খাই নাই। যাহা বন পশুতে ছিড়া
৩৯ তাহা আমি আনি নাহি তাহার নিশা দিলাম তুমি
চাহিয়াছ তাহা আমার ঠাঁই রাত্রে চোরে কি দিনে
চোরে। এমত আমি জিলাম দিনে তাপ সুখাইল
৪০ আমাকে ও হিম রাত্রি ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল
আমার চক্ষু। এই মত কুড়ি বৎসর জিলাম
৪১ তোমার বাটীতে তোমার দুই কন্যার নিমিত্ত সেবা
করিলাম চৌদ্দ বৎসর ও পশুগনের জন্য ছয় বৎসর
তাহাতে আমার মাহিনা বদল করিয়াছ দশ বার।
যদি আমার পিতার ঈশ্বর আবরহামের ঈশ্বর ও
৪২ য়িচহক্কের ভয় না থাকিতেন আমার সহিত তবে
নিতান্তই রিক্ত বিদায় দিতা আমাকে। ঈশ্বর
আমার দুস্থ এবং আমার হস্তের পরিশ্রম দেখিয়া
ঝিমতাইলেন তোমাকে গত রাত্রি।

৪৩ লবন প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল যাঁকুবকে এ কন্যারা
আমার কন্যা এ শিশু ও যে সমস্ত দেখিতেছ তাহা
সমস্ত আমার ও আজি কি করিব আমার কন্যার
দিগকে ও তাহার শিশুরদিগকে যাহা তাহারা প্রসব
৪৪ হইল। অতএব এখন আর আমরা বন্দোবস্ত
করিব তাহাতে সাক্ষী হইবেক আমার তোমার
৪৫ মধ্যে। তখন যাঁকুব এক প্রস্তর লইয়া সাক্ষীর
৪৬ স্তম্ভ করিল। পরে যাঁকুব বলিল তাহার ভ্রাতারদিগকে প্রস্তর একত্র কর তাহাতে তাহারা প্রস্তর
লইয়া করিল ঢিবি তখন তাহারা সেই ঢিবির ওপর
৪৭ বসিয়া ভোজন করিল। লবন তাহার নাম
রাখিল য়িগর সহদোতা কিন্তু যাঁকুব তাহার নাম
৪৮ রাখিলেন গলওদ। লবন বলিল অদ্যাবধি
এ ঢিবি হইবে সাক্ষী আমার তোমার মধ্যে অতএব
৪৯ ইহার নাম হইল গলওদ ও মচুপা একারণ সে
বলিল য়িহুহা তত্ত্বাবিজ করুন আমার তোমার মধ্যে
যখন আমরা বিভিন্ন হই এক জন অন্য হইতে।
৫০ তুমি আমার কন্যারদিগকে দুঃখ দিলে কি আর
বিবাহ করিলে আমার কন্যা ব্যতিরেক দেখ আর
কেহ আমারদের সাতে নাহি ঈশ্বর হওন সাক্ষী
৫১ আমার তোমার মধ্যে। লবন ও বলিল যাঁকুবকে
দেখ এ ঢিবি ও স্তম্ভ যাহা আমি খুইয়াছি আমার
৫২ ও তোমার মধ্যে এ ঢিবি হওক সাক্ষী ও এ স্তম্ভ
হওক সাক্ষী যদি আমি লঙ্ঘিয়া যাই এ ঢিবি তোমার

দিগে ও যদি তুমি লঙ্ঘিয়া আসিবা এ চেবি ও স্তম্ভ
৫২ আমারদিগে মন্দ করণার্থে। আবরহামের ঈশ্বর
ও নহোরের ঈশ্বর ও তাহারদের পিতার ঈশ্বর
বিচার করুন আমারদের মধ্যে। যাঁকুব ও কিরা
করিলেন তাহার পিতা যিশ্হকের ভয় লইয়া।
৫৪ পরে যাঁকুব বলিদান করিল পর্ব্বতের ওপর ও
তাহার জ্ঞাতিরদিগকে ভোজন করিতে ডাকিল
ও তাহারা ভোজন করিয়া থাকিল সমস্ত রাত্রি
৫৫ পর্ব্বতের ওপর। তৎপরে প্রাতে লবন উঠিয়া
চুম্বন করিল তাহার দৌহিত্র সন্তানেরদিগকে ও
কন্যারদিগকে পরে লবন তাহারদিগকে বর দিয়া
ও বিদায় হইয়া গেলেন আপনার স্থানে।

৩২ পরে যাঁকুব আপনি চলিল তখন ঈশ্বরের
দূতগনের দেখা হইল তাহার সহিত যাঁকুব
তাহারদিগকে দেখিয়া বুঝিল এ ঈশ্বরের সৈন্য
অতএব রাখিল সে স্থানের নাম মহনীম।
৩ তৎকালে যাঁকুব তাহার অগ্রে হরকারা পাঠাইয়া
দিল তাহার ভাই ঐশার কাছে শেয়ীরে আদোম
৪ দেশে। সে এ কথা আজ্ঞা করিল তাহারদিগকে
বল আমার কর্ত্তা ঐশাকে তোমার দাস যাঁকুব
ইহা বলে আমি বসতি করিয়াছি লবনের সহিত
৫ ও জিলাম সে স্থানে এ কাল পর্য্যন্ত। তাহাতে
আমার আছে গরু পাল ও গাধীগন ও অজা
মেষ গন ও দাস দাসীগন আমি ও পাঠাইয়াছি

সমাচার দিতে আমার প্রভুকে যাহাতে আমি পাই
দয়া তোমা হইতে।

৬ তখন সে হরকারা যাঁকুবের কাছে পুনর্ব্বার
আসিয়া বলিল আমরা গেলাম তোমার ভ্রাতা
ঐশার কাছে তিনি ও আসিতেছেন তোমার
সাক্ষাত করিতে ও চারিশত মনুষ্য তাহার সহিত।
৭ তখন যাঁকুব মহা ভীত ও ৎকাণ্ঠিৎ হইল এতদর্থে
তাহার সাতে লোক এবং অজা মেষ ও গরুর
পাল এবং উষ্টেরদিগকে দুই দল করিয়া বলিল
৮ যদি ঐশা এক গোলে আসিয়া সংহার করে
তবে আর বক্রি গোলে পালাইবেক।

৯ যাঁকুব ও বলিল অহে আমার পিতৃ আবরহাম
ও আমার পিতা য়িজহকের ঈশ্বর য়িহুহা
যে বলিয়াছ আমাকে ফিরিয়া যাও তোমার দেশে
ও তোমার কুটুম্বের ঠাঁই ও আমি থাকিব তোমার
১০ সাতে। তোমার সমস্ত কৃপা ও সত্যতা যাহা
করিয়াছ তোমার দাসকে আমি তাহাতে যোগ্য নহি
আমি লাঠি হাতে করিয়া পার হইলাম এ য়ির্দ্দন
১১ কিন্তু এখন হইলাম দুই গোল। আমি কামনা করি
তোমারে ছাড়াও আমাকে আমার ভাই ঐশার হস্ত
হইতে আমি ভয় করি তাহাকে কি জানি আসিয়া
১২ বধ করে আমাকে ও মাতা শিশু সুদ্ধা। তুমি
বলিয়াছ আমি অবশ্য করিব তোমার ভদ্র ও করিব

তোমার সন্তান সমুদ্রের বালুকার ন্যায় যাহা অসঙ্খ্যা ——

১৩ পরে রাত্রি তিষ্ঠিল সে স্থানে ও লইল যাহা২ আইল তাহার হাতে তাহার ভ্রাতা ঔশার ওপায়নের
১৪ কারণ। দুই শত ছাগী ও কুড়িটা পাঠা দুই শত
১৫ মেষী ও কুড়িটা মেষ। ত্রিংশতী দুগ্ধবতী ওষ্ট্রী তাহারদের বাচুর সুদ্ধি চল্লিশটা গাই ও দশটা
১৬ আঁড়িয়া কুড়িটা গাধী ও দশটা গাধা। পরে দিল তাহা তাহার চাকরেরদের জিম্মায় পালে২ স্বতন্তর করিয়া। ও বলিল তাহার চাকরের দিগকে পারহ আমার আগে এবং আলাদা২
১৭ চলাও কাতার২। পরে এ কথা আজ্ঞা করিল অগ্র গামিকে যখন আমার ভ্রাতা ঔশার দেখা হয় তোমারদের সহিত ও জিজ্ঞাসা করেন তোমার দিগকে তোমরা কে ও কোথায় যাইতেছ ও অগ্রে
১৮ এ সকল কাহার। তখন বল এ সমস্ত তোমার দাস যাঁকুবের ওপায়ন এ পাঠাইয়াছেন তাহার প্রভু ঔশার তাঁই দেখ তিনি ও আসিতেছেন আমারদের
১৯ পশ্চাৎ। এই মত ও আজ্ঞা দিল দ্বিতীয় ও তৃতীয়কে ও সমস্তকে যাহারা২ যাইতেছিল কাতারের সাতে বলিয়া এই প্রকার বল ঔশাকে
২০ যখন তাহার সঙ্গে দেখা হয়। এবং বল দেখ তোমার চাকর যাঁকুব পশ্চাৎ আছে। সে ভাবিল আমি নিরস্ত করিব তাহাকে সে ওপায়ন দিয়া যাহা

যাইতেছে আমার অগ্রে তৎপরে দেখিব তাহার
২১ মুখ কি জানি তুষ্ট হবেন আমার ওপর। এই মতে
ওপায়ন চলিল তাহার অগ্রে সে ও সে রাত্রি
২২ বাসায় থাকিল সমাজের সহিত। পরে সে রাত্রি
ওত্থান করিয়া তাহার দুই জায়া ও দুই দাসী
ও একাদশ পুত্র লইয়া পার হইল য়িবক্ ঘাটে।
২৩ পরে সমস্ত পাঠাইয়া দিল যাহা২ তাহার।
২৪ যাঁকুব একাকী ছিল এবং সে স্থানে এক জন বাহু
২৫ যুদ্ধ করিল তাহার সহিত ওষা পর্য্যন্ত। যখন দেখিল
যে পরাস্ত করিতে পারিল না যাঁকুবকে তখন স্পর্শ
করিল তাহার ওরুর নিচে তাহাতে বাহু যুদ্ধ করিতে২
তাহার সহিত যাঁকুবের ওরুর যানা লড়িল।
২৬ তখন বলিল আমাকে যাইতে দেহ ওষা হইল।
সে বলিল তোমাকে যাইতে দিব না আমাকে
২৭ বর দেওন ব্যতিরেক। তিনি বলিলেন তোমার
২৮ নাম কি সে বলিল যাঁকুব। তখন তিনি বলিলেন
রাজার মত তোমার পরাক্রম হইল মনুষ্য ও ঈশ্বরের
সহিত এবং পরাস্ত করিয়াছ সে কারণ তোমার
নাম আর যাঁকুব হবেক না কিন্তু য়িশরাল। পরে
২৯ যাঁকুব জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল তাহাকে বল তোমার
নাম কি। তিনি বলিলেন কি নিমিত্ত আমার নাম
জিজ্ঞাসা করিতেছ পরে তিনি বর দিলেন তাহাকে
৩০ সে স্থানে। যাঁকুব বলিল আমি দেখিয়াছি ঈশ্বরকে
সমুখা সমুখি ও আমার প্রাণ বাঁচে অতএব সে

৩১ স্থানের নাম রাখিল পনীএল। সে পনূএল পার
হইতেং সূর্য্য উদয় হইল ও সে খোঁড়াইতে লাগিল
৩২ ওরুর বেদনার কারন। অতএব আজি পর্য্যন্ত
ইস্রায়েলের সন্তানেরা খায় না সে রগ যাহা কোঁকড়
হইল এক্কারন তিনি স্পর্শ করিলেন যাঁকুবের ওরুর
নিচে সে রগে যাহা কোঁকড় হইল।

পর্ব্ব ৩৩ পরে যাঁকুব দৃষ্টি করিয়া দেখিল যে ঐশা আসিতে
জিল চারিশত মনুষ্য তাহার সাতে। এতদর্থে
যাঁকুব ভিন্নং করিল তাহার শিশুরদিগকে লেয়া
২ রুতক্ক রাক্ষেল ও রুতক দুই দাসীর কাছে। সে ও
দাসীর শিশুরদিগকে করিল প্রথম তাহার পর লেয়া
ও তাহার শিশু এবং রাক্ষেল ও যুসফ তাহার
৩ পরে। পরে চলিল তাহারদের অগ্রে ও প্রনাম
করিল তাহাকে সাত বার যাবৎ ওত্তরিল তাহার
৪ ভ্রাতার কাছে। তখন ঐশা দ্রুত আইল দেখা
করিতে তাহার সহিত ও আলিঙ্গন করিল পরে
তাহার গলায় পড়িয়া চুম্বন করিল তাহাকে ও
৫ তাহারা পরস্পর রোদন করিল। তারপর সে দৃষ্টি
করিয়া দেখিল স্ত্রী লোকেরা ও শিশুরদিগকে তাহাতে
বলিল তোমার সাতে ও কাহারা। যাঁকুব বলিল
শিশুগন যাহা ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছেন
৬ তোমার দাসকে। তখন দাসীরা তাহারদের শিশু
গনের সহিত নিকটে আসিয়া প্রনাম করিল তৎপরে
৭ লেয়া ও তাহার শিশুগনের সহিত নিকটে আসিয়া
৮ প্রনাম করিল তারপর যুসফ ও রাক্ষেল নিকটে

আসিয়া প্রণাম করিল। সে বলিল আমি দেখিলাম
সে সমস্ত গেল তাহার কারণ কি। সে
৯ বলিল আমার প্রভুর অনুগ্রহ পাওনের জন্য।
১০ তাহাতে ঔশা বলিল আমার অনেক আছে ভাই
যাহা তোমার তাহা রাখ। যাঁকুব বলিল এমত
নহে আমি মাবিনা করি তোমাকে যদি অনুগ্রহ
পাইয়াছি তোমার দৃষ্টে তবে আমার ওপায়ন লও
আমার হস্ত হইতে আমি দেখিয়াছি তোমার
১১ মুখ যে মত দেখিতাম ঈশ্বরের মুখ ও তুমি সন্তুষ্ট
হইলা আমার সহিত আমি মাবিনা করি তোমাকে
আমার ওপায়ন লও যাহা আমি আনিয়াছি তোমার
ঠাই ঈশ্বর তাহা দিয়াছেন আমাকে ও আমার হইয়াছে
১২ প্রচুর সে নিমিত্ত লও পরে তাহাকে বিস্তর স্তোভ দিলে
সে লইল তাহা। তারপরে ঔশা বলিল আমরা
১৩ অগ্রে২ চলি যাই আমি ও যাই তোমার আগে।
যাঁকুব বলিল তাহাকে আমার প্রভু আপনি জানেন
শিশুগণ অশক্ত ও মেষ অজা ও গরু পাল বাচ্চা
সমেত আছে আমার সাতে তাহাতে লোকেরা
১৪ যদি দ্রুত চলায় তাহারদিগকে এক দিন তবে তাহারা
সকলে মরিবে আমি মাবিনা করি আমার প্রভুকে
আপনি গতি করুন তোমার দাসের অগ্রে আমি ও
চলিব আস্তে২ যেমন আমার সহিয়ে যাইতে পারে
১৫ ও শিশুগণের শক্ত্যানুযায়ি যাবৎ ওপনিত হই
শওীরে আমার প্রভুর স্থানে। পরে ঔশা বলিল
তবে আমি আমার সাতে কতক লোক তোমার

১৬ সাতে রাখিয়া যাই সে বলিল তাহার কি আবশ্যক
১৭ অনুগ্রহ করুন আমার প্রভুতে অতএব তিঁহা প্রস্থান
করিল সেই দিনে শতীরের দিগে। পরে যাঁকুব
শুক্তরিল সাথতে ও ঘর বান্ধিল ও গোহালি তাহার
পশুর কারণ অতএব সে স্থানের নাম সাথত।

১৮ যাঁকুব পদন আরম্ভ হইতে যাইতেং আইল শিখম
দেশের শলম সহরে যাহা কনাঁয়ন দেশে ও তাহার
১৯ তাম্বু ওঠাইল সহরের সম্মুখে। পরে এক মাঠ
কিনিল শিখমের পিতা হমোরের শিশুগন হইতে
এক শত তঙ্কায় এবং সে স্থানে তাম্বু ওঠাইল।
২০ সে স্থানে ও করিল যজ্ঞ কুণ্ড ও তাহার নাম রাখিল
আল আলিহি য়িশরাল।

পর্ব্ব ৩৪ লেয়ার কন্যা দীনা যাহাকে প্রসব হইল যাঁকুব হইতে গেল ও দেশের নারীগন দেখিতে। পরে হমোর হোইর পুত্র শিখম সে দেশের রাজা দেখিল তাহাকে তখন তাহাকে লইয়া শয্যার করিল ৩ তাহার সহিত ও পীড়িতা করিল তাহাকে। পরে তাহার প্রান যাঁকুবের কন্যা দীনার সহিত মোহিত হইল ও সে প্রেম করিল সে যুবতীকে ও প্রেম ৪ আলাপ করিল তাহার সহিত। পরে শিখম কহিল এ কথা তাহার পিতা হমোরের ঠাঁই এ যুবতীর ৫ সহিত আমার বিবাহ দেহ। যাঁকুব শুনিতে পাইল যে শিখম তাহার কন্যা দীনাকে পীড়িতা করিয়াছিল সে সময় তাহার পুত্রেরা ছিল পশুর সহিত মাঠে ও

যাঁকুব নিরস্ত রইল তাহারদের আইসন পর্য্যন্ত।
৬ শিখমের পিতা হমোর চলিল যাঁকুবের সহিত
৭ কথোপ কথন করিতে। তখন যাঁকুবের পুত্রেরা
মাট হইতে আসিয়া এ সমস্ত শুনিল তাহাতে
তাহারা ক্ষোভিত হইল ও মহা রোষান্বিত একারণ
সে কুক্রিয়া করিয়াছিল য়িশরালে যাঁকুবের কন্যার
সহিত শুশীর করিয়া যাহা করন অকর্ত্তব্য।
৮ হমোর কথোপ কথন করিল তাহারদের সহিত
বলিয়া আমার পুত্র শিখমের প্রাণ তোমার কন্যার
সহিত মোহিত হইয়াছে অতএব আমি সাধিনা করি
তোমাকে তাহার বিবাহ দেহ আমার পুত্রের সহিত।
৯ তোমরা সম্বন্ধ কর আমারদের সহিত ও দেহ
তোমারদের কন্যা আমারদের কাছে এবং আমার
১০ দের কন্যা লও তোমরা ও বসতি করহ আমারদের
সহিত এ দেশ আছে তোমারদের সম্মুখে ইহাতে
বসতি করহ ও বানিজ্য করহ এবং অধিকার পাও
১১ তাহাতে। পরে শিখম বলিল সে কন্যার পিতা
ও ভ্রাতারদিগকে অনুগ্রহ করহ আমাকে যাহা
১২ তোমরা চাহ আমার কাছে তাহা দিব। চাহ
আমার কাছে যত তোমার ইচ্ছা পন কি দান তাহা
আমি দিব কিন্তু যুবতীকে বিবাহ দেহ আমাকে।
১৩ তখন যাঁকুবের পুত্রেরা প্রতারনা করিয়া প্রত্যুত্তর
করিল শিখম ও তাহার পিতা হমোরের সহিত
একারন সে পতিতা করিয়াছিল তাহারদের
১৪ ভগিনী দীনাকে। তাহারা বলিল তাহারদিগকে

আমরা অত্বক্ছেদিকে আমারদের ভগিনী দান
করিতে পারি না তাহা আমারদের লজ্জা
১৫ কিন্তু এই মতে আমরা সম্মত হইব তোমারদের
সহিত যদি তোমরা হইবা আমারদের মত যে তোমার
১৬ দের পুংপুরুষের হইবে ত্বক্ছেদ তখন দিব
আমারদের কন্যা তোমারদিগকে ও লইব তোমার
১৭ দের কন্যা এবং আমরা হইব এক লোক কিন্তু
যদি তোমরা আমারদের কথা ক্রমে ত্বক্ছেদ না
করিবা তবে আমরা লইয়া যাইব আমারদের কন্যা।
১৮ তাহারদের বাক্য আনন্দ জনক হইল হমোর ও
১৯ হমোরের পুত্র শিখিমের কাছে। এবং যুবা মানুষ
তাহা করিতে ওদ্যত হইল সে প্রীতের কারণ
যাহা যাঁকুবের কন্যার সহিত সে ও অধিক সম্ভুষ্ট
তাহার পিতার বাটীর সমস্ত হইতে।

২০ তখন হমোর ও তাহার পুত্র শিখিম আইল
আপনারদের সহরের দ্বারে ও আলাপ করিল তাহার
২১ দের সহরের লোকের সহিত কহিয়া এ লোক
আমারদের সহিত প্রীতি যুক্ত অতএব তাহারদিগকে
বসতি ও বানিজ্য করিতে দেহ এ দেশ
দেখ এ দেশ বড় তাহারদের কারণ আইস আমরা
তাহারদের কন্যা বিবাহ করি ও দেই তাহারদিগকে
২২ আমারদের কন্যা কেবল এই মতে তাহারা তিষ্ঠিবে
ও বসতি করিবে আমারদের সাতে এক বর্ণ
হইয়া যদি আমারদের প্রতি পুরুষ মানুষের
২৩ ত্বক্ছেদ তাহারদের ত্বক্ছেদের মত তাহারদের

পশু ও তাহারদের বেসাত ও প্রতি পশু হবেক না
আমারদের কিন্তু আইস আমরা সম্মত হই তাহার
দর সহিত ও তাহারা বসতি করিবেক আমারদের
২৪ সহিত। সমস্ত লোক যাহারা বাহিরে গেল
সেহরের দ্বার দিয়া সকলেই সম্মত হইল ক্ষমোর
ও তাহার পুত্র শিখমের কাজে ও প্রতি মানুষের
তকছেদ হইল যত লোক বাহিরে গেল সহরের
দ্বারেতে।

২৫ তৃতীয় দিন যখন ব্যাথা বৃদ্ধি হইল তখন যাঁকুবের
দুই পুত্র দীনার ভাই শিমওোন ও লোই প্রতি জন
তলোয়ার লইল পরে পরাক্রম করিয়া সহরে আসিয়া
২৬ মারিল সমস্ত পুরুষ ও বধ করিল ক্ষমোর
ও তাহার পুত্র শিখমকে তলোয়ারের ধারে পরে
শিখমের বাটী হইতে দীনাকে লইয়া প্রস্থান
২৭ করিল। তখন যাঁকুবের পুত্রেরা শবের নিকট
আসিয়া লুট করিল সহর এহারন তাহারা পতিতা
২৮ করিয়াছিল তাহারদের ভগিনীকে। তাহারা লইল
তাহারদের মেষ ও গরু ও গাধাগণ যাহা সহরে
২৯ কি মাঠে ও তাহারদের সমস্ত ধন ও সমস্ত শিশু
ও তাহারদের আয়ারদিগকে লুটিয়া লইয়া গেল
৩০ ও নষ্ট করিল যাহা ছিল ঘরে। এতদর্থে যাঁকুব
বলিল শিমওোন ও লোইকে তোমরা বড়ই ক্ষোভিত
করিলা আমাকে অনাঁয়নী ও পরজীরদের মধ্যে আমি
অল্প জন হইয়া তাহারা একত্তর হইবেক আমার
বিপরিতে ও বধ করিবেক আমাকে তাহাতে আমি

৩৪ ও আমার ঘরের সংহার হইবে। তাহারা বলিল
সে করিবে এমত অকর্ত্তব্য কার্য্য আমারদের
ভগিনীর সহিত বেশ্যার প্রায়।

পর্ব্ব ৩৫ পরে ঈশ্বর বলিলেন যাঁকুবকে ওত্থান করিয়া
বীতেলে যাও এবং বসতি কর সে স্থানে সে স্থানে
ও ঈশ্বরের এক যজ্ঞ কুণ্ড করহ যিনি দেখা দিলেন
তোমাকে যখন পলাইয়াছ তোমার ভ্রাতা ঔশার
২ সন্মুখ হইতে। তখন যাঁকুব বলিল তাহার বাটীর
সকলকে ও সে সমস্তকে যাহারা তাহার সাতে
মেলাইয়া দেও সে অন্য ঠাকুরেরদিগকে যাহা
৩ তোমারদের সাতে ও পরিস্কার হও বস্ত্র বদলাও।
তৎপরে আইস আমরা ওঠিয়া যাই বীতেলে ও সে
স্থানে আমি করিব যজ্ঞ কুণ্ড ঈশ্বরের কারণ যিনি
শুনিলেন আমাকে আমার দুস্মের সময় যিনি
ছিলেন আমার সাতে যে পথে গতি করিলাম।
৪ অতএব তাহারা দিল যাঁকুবের হাতে তাহারদের সমস্ত
অন্য ঠাকুরেরদিগকে ও তাহারদের সমস্ত কড়ী
যাহা তাহারদের কর্ণে ও যাঁকুব পুতিয়া থুইল তাহা
৫ আলন বৃক্ষের নিম্নে যাহা শিখমে। পরে তাহারা
চলি গেলে ঈশ্বরের ভয় পড়িল সে সমস্ত সহরের
ওপর যাহা তাহারদের চতুর্দ্দিগে এতদর্থে তাহারা
যাঁকুবকে পিঠিল না।

৬ তাহাতে যাঁকুব আইল লোজে যে স্থানের নাম
এখন বীতেল যেনাঁয়ন দেশে সে ও তাহার সাতের

৭ সমস্ত লোক ও সে স্থানে এক যজ্ঞ কুণ্ড করিয়া
তাহার নাম রাখিল আল বীতেল একারণ সে
স্থানে ঈশ্বর দেখা দিলেন তাহাকে যখন পলাইল
৮ তাহার ভ্রাতার সম্মুখ হইতে। দবরা রবেকার
ধাত্রি মরিল ও তাহারা তাহার কবর দিল
বীতেলের কাছে আলন বৃক্ষের নিচে তাহার নাম
ও রাখিল আলন বাখোত।

৯ পদন আরম্ব হইতে আইসনের পরে ঈশ্বর দেখা
দিলেন যাঁকুবকে পুনর্ব্বার ও বর দিলেন তাহাকে।
১০ ঈশ্বর বলিলেন তাহাকে তোমার নাম যাঁকুব তোমার
নাম আর যাঁকুব হবে না কিন্তু এখন হবে তোমার
নাম য়িশরাল অতএব তিনি রাখিলেন তাহার নাম
১১ য়িশরাল। তখন ঈশ্বর বলিলেন তাহাকে আমি
সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর তুমি ফল পূর্ণ হও ও বহু গোষ্ঠী
বর্ণ ও বিস্তর বর্ণগণ হবে তোমা হইতে রাজাগণ
১২ ও হবে তোমার কোমর হইতে যে দেশ আমি দিয়াছি
আবরহাম ও য়িচহক্ককে তাহা দিব তোমাকে
তোমার পরে ও তোমার সন্তানকে দিব সে দেশ।
১৩ তৎপরে ঈশ্বর প্রস্থান করিলেন তাহার নিকট
হইতে সেই স্থান হইতে যাহাতে কথা কহিয়া
১৪ ছিলেন তাহার সাতে। পরে যাঁকুব স্তম্ভ গাঁথিল
সে স্থানে যে স্থানে তিনি কথা কহিয়াছিলেন
তাহার সাতে এক পাথরের স্তম্ভই পরে পানীয় বস্তু
ঢালিল তাহার ওপরে ও অভিষেক করিল তাহা।
১৫ যে স্থানে ঈশ্বর কথা কহিয়া ছিলেন যাঁকুবের

সহিত সে স্থানের নাম রাখিল বীতেল।
১৬ পরে তাহারা চলিল বীতেল হইতে এবং আফ্রতের
অল্প পথ থাকিতে রাক্ষেলের প্রসব বেদনা হইল
১৭ তাহাতে তাহার হইল বড়ই অযুনা। যখন
তাহার বড়ই অযুনা হইল তখন দাই বলিল
তাহাকে ভয় করিও না তুমি পাইবা এ পুত্র ও।
১৮ সে মরিল কিন্তু তাহার প্রাণ ত্যাগ করনের সময়
তাহার নাম রাখিল বেন আওনি কিন্তু তাহার
১৯ পিতা তাহার নাম রাখিল বেনিয়িন। তৎকালে
রাক্ষেল মরিল পরে তাহার কবর দিল আফ্রতের
২০ পথে যে স্থানের নাম এখন বীতলক্ষম। যাঁকুব
ও তাহার কবরের উপরে এক চূড়া করিল যাহা
রাক্ষেলের কবরের চূড়া আজি পর্য্যন্ত।
২১ পরে য়িশরাল চলিল ও তাহার তাম্বু যাড়া করিল
২২ ঊদর গোত্রের ও দিগে। যখন য়িশরাল বসতি
করিল সে দেশে তখন রাওবন যাইয়া শুদ্ধীর করিল
তাহার পিতার চেয়নী বলহার সাতে ও য়িশরাল
শুনিতে পাইল তাহা। যাঁকুবের জিল দ্বাদশ জন পুত্র
২৩ লেয়ার পুত্রগিন রাওবন যাঁকুবের জেষ্ঠ পুত্র ও
শিমওোন ও লোই ও য়িহদা ও য়িশশ্বর ও জবুলন।
২৪ রাক্ষেলের পুত্রগিন য়ুসফ ও বেনিয়িন। রাক্ষেলের
২৫ দাসী বলহার পুত্রগিন দান ও নপ্তলি। লেয়ার দাসী
২৬ জল্পার পুত্রগিন গাদ ও আশর। এই সকল
যাঁকুবের পুত্র যাহারা জন্মিল পদন আরমে।
২৭ পরে যাঁকুব আইল মমরায় তাহার পিতা

১৮ যিজিক্কেরে কাছে আরবা সহরে যাহার নাম এখন
ক্ষবরোন যে স্থানে আবরহাম ও যিজিক্কে স্থিতি
১৯ করিয়াছিল। যিজিক্কেরে পুত্রায়ু এক শত
আশি বৎসর তখন যিচিক্কে প্রাণ ত্যাগ করিল
এবং মরিয়া একত্তর হইল তাহার লোকের সাতে
বৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ কালে পরে তাহার পুত্র ঔশা ও
যাঁকুব তাহার কবর দিল।

পর্ব্ব ঔশার বংশ এই। সেই আদোম। ঔশা বিবাহ
৩৬ করিল খনাঁয়নীয়দের কন্যা আইলন ক্ষতীর কন্যা
ঔদা ও হবতৌন ক্ষোইর কন্যা ঔনার পুত্রী আহলি
৩ বমা ও যিশমঈলের কন্যা নবীয়তের ভগিনী
৪ বশমত। ঔদা ঔশা হইতে প্রসব হইল আলিফজ
৫ ও বশমত প্রসব হইল রউয়েল পরে আহলিবমা
প্রসব হইল যিউশ ও যিওলম ও করাঙ্ক এ সকল
ঔশার পুত্রগণ যাহারা জন্মিল খনাঁয়ন দেশে।
৬ ঔশা তাহার জায়া ও পুত্র ও কন্যারদিগকে ও তাহার
বাটীর সমস্ত ও তাহার পশুগণ ও সমস্ত জন্তু এবং
তাহার সমস্ত বেসাত যাহা খনাঁয়ন দেশে তাহা
সমস্ত লইয়া প্রস্থান করিল তাহার ভ্রাতা যাঁকুবের
৭ সন্মুখ হইতে। তাহারদের ঐশ্বর্য্য বহুত তাহাতে
একত্তর বসতি করণে সক্ষম নহে সে দেশে ও যে স্থানে
তাহারা বাস করিল তাহা পশুর খাদ্য উৎপন্ন
৮ করিতে পারিল না। অতএব ঔশা বসতি করিল
শতীর পর্ব্বতে। ঔশা আছে আদোম।

৯ এ সকল আদোমের গোত্র ঔশার বংশ শতীর
১০ পর্ব্বতে। এ ঔশার পুত্রের নাম আলিফজ ঔশার
ভদা জায়ার পুত্র রউএল ঔশার বশমত জায়ার
১১ পুত্র। এ আলিফজের পুত্রগণ তীমন আওমর
১২ জফো গওতম ও কনজ। তমনা ও ছিল ঔশার
পুত্র আলিফজের উপপত্নী সে প্রসব হইল আলিফজ
হইতে ওমলক। এ সকল ঔশার জায়া ভদার
১৩ সন্তান। এ রউএলের পুত্র নহত জরহ শম্মা
মজা এ সকল ঔশার জায়া বশমতের সন্তান।
১৪ জবওনের কন্যা ওনার পুত্রী ঔশার জায়া
আহলিবমার পুত্রগণ সে প্রসব হইল ঔশা হইতে
য়িউশ ও য়িওলম ও করাহ্ক।
১৫ এই রাজারা ঔশার সন্তান। ঔশার প্রথম পুত্র
আলিফজের পুত্রগণ রাজা তীমন রাজা আওমর
১৬ রাজা জফো রাজা কনজ রাজা করাহ্ক রাজা
গওতম রাজা ওমলক এ সকল রাজা আলিফজ
হইতে আদোম দেশে। এই সকল ভদার সন্তান।
১৭ ঔশার পুত্র রউএলের পুত্রগণ এই। রাজা নহত
রাজা জরহ রাজা শম্মা রাজা মজা এই সকল রাজা
রউএল হইতে আদোম দেশে এ সকল ঔশার
১৮ জায়া বশমতের সন্তান। ঔশার জায়া আহলি
বমার পুত্রগণ এই। রাজা য়িউশ রাজা য়িওলম
রাজা করাহ্ক এ সকল রাজা ওনার কন্যা ঔশার
১৯ জায়া আহলিবমা হইতে। এ সমস্তই ঔশার সন্তান
সেই আদোম এ সকল রাজা তাহারদিগ হইতে।

২০ এ সকল শঈর ক্ষরীর পুত্র যাহারা সে দেশের
২১ বাসী লোটন ও শোবল ও জবওোন ও ওনা ও
দশোন ও আজর ও দীশন এ সকল ক্ষরীর রাজা
২২ শঈরের পুত্রগিন আদোম দেশে। লোটনের পুত্র
ক্ষরি ও হীমন লোটলের ভগিনী ও তমনা।
২৩ শোবলের পুত্রগিন ওলোন ও মনক্ষত ও ওিবল ও
২৪ শফো ও আওনম। এ সকল জবওোনের
পুত্রগিন আইহা ও ওনা এ সেই ওনা যে পাইল মাচর
অরণ্যে যখন সে চরাইতে জিল তাহার পিতা
২৫ জবওোনের গাধীপাল। ওনার সন্তান দশোন ও ওনার
২৬ কন্যা আহলিবমা। ও দীশনের পুত্রগিন ক্ষমদন
২৭ ও অবন ও য়িত্রন ও মারন। আজরের পুত্রগিন
২৮ বলহন জাঁবন ও তাকন। দীশনের পুত্রগিন
২৯ এই ওাজ ও আরন এ ক্ষরীরদের রাজাগিন রাজা
লোটন রাজা শোবল রাজা জবওোন রাজা ওনা রাজা
৩০ দশোন রাজা আজর রাজা দীশন এ সকল রাজা
হইল ক্ষরী হইতে যাহারদের রাজ্য শঈর দেশে।

৩১ এ সকল দেশি রাজা যাহারা কতৃত্ব করিল
আদোম দেশে য়িশরালের শিশুগনের রাজা হওনের
৩২ পুর্ব্বে। প্রথমে বওোরের পুত্র বেলা কতৃত্ব করিল
আদোম দেশের ওপর ও তাহার সহরের নাম
৩৩ দনহবা। বেলা মরিল পরে বজরার জরাক্ষের
পুত্র য়োবাব ও কতৃত্ব করিল তাহার রাজ্যে।
৩৪ য়োবাব ও মরিল পরে তীমনা দেশের হুশম

কতৃত্ব করিল তাহার জন্য। ক্ষশায় মরিল
৩৫ পরে বদদের পুত্র হদদ যে পরাস্ত করিল মদীয়ীর
দিগকে মোয়াবের মাঠে সে কতৃত্ব করিল তাহার
বদলে তাহার নগরের নাম ঔইত। হদদ ও
৩৬ মরিল পরে মস্রেকার শমলা কতৃত্ব করিল তাহার
৩৭ রাজ্যে। শমলা মরিল পরে নদীর সান্নিধীয়
রহবোতের শাওল কতৃত্ব করিল তাহার রাজ্যে।
৩৮ শাওল মরিল পরে আকবোরের পুত্র বওলহনন
কতৃত্ব করিল তাহার রাজ্যে। আকবোরের
৩৯ পুত্র বওলহনন মরিল ও হদর কতৃত্ব করিল
তাহার রাজ্যে তাহার সহরের নাম পাউ তাহার
জায়ার নাম ও মহীটবল মীজাহবের কন্যা মটরদের
৪০ পুত্রী। এ সকল ঔশা ওৎপত্তীয় রাজার নাম
তাহারদের গোষ্ঠ্যানুযায়ি তাহারদের স্থানানুযায়ি
রাজা তমনা রাজা আলোহা রাজা য়িতত রাজা
৪১ আহলিবমা রাজা ঔলা রাজা পীনন রাজা কনজ
৪২ রাজা তীমন রাজা মবজর। রাজা মগদীয়ল রাজা
৪৩ ঈরম এ সকল আদোমের রাজা তাহারদের
বসত্যানুযায়ি তাহারদের আপনং অধিকারে।
ঔশা হইল আদোমীরদের গোত্র।

পর্ব্ব ৩৭ যাকুব বসতি করিল যনাঁয়ন দেশে যেখানে
তাহার পিতা ছিল প্রবাসী। এ যাকুবের বংশ
বলি যুসফ সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রমের সময়
পশু পাল চরাইল তাহার ভ্রাতারদের সহিত তাহার

পিতার জায়া বলহা ও জল্পার শিশুদিগের সহিতই
তৎকালে যুসফ বলিল তাহার পিতাকে তাহারদের
৩ কুক্রিয়া কথা। যুসফ ছিল য়িশরালের বৃদ্ধ
কালের পুত্র অতএব তাহাকে ভাল বাসিল তাহার
সকল পুত্র হইতে এবং করিল তাহার নানান বর্ণের
৪ কাবাই। তাহার ভ্রাতারা দেখিল যে তাহারদের
পিতা ভাল বাসে তাহাকে তাহার সকল ভ্রাতা হইতে
অধিক তেকারন তাহারা তাহাকে ঘৃণা করিল ও
সম্প্রীতি কথা কহিতে পারিল না তাহার সহিত।
৫ পরে যুসফ স্বপ্ন দেখিল ও তাহা বলিল তাহার
ভ্রাতারদিগকে এতদর্থে তাহারা অধিক কষ্ট হইল
৬ তাহার ওপর সে বলিল তাহারদিগকে শুন আমি
৭ যে স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমরা বিতা বন্ধিতে ছিলাম
ক্ষেত্রে দেখ আমার বিতা ওথান করিয়া বিলক্ষন
তাওাইল দেখ তোমারদের বিতা তাহার চতুর্দ্দিগে
৮ তাওাইয়া ওথবৎ করিল আমার বিতাকে। তখন
তাহার ভ্রাতারা বলিল তাহাকে তুই নিতান্ত কতৃত্ব
করিবি আমারদের ওপর নিতান্ত আমারদের কর্ত্তা
হবি। পরে তাহারা অধিক ঘৃণা করিল তাহাকে
তাহার স্বপ্ন ও কথার কারন।
৯ তারপরে সে আর এক স্বপ্ন দেখিলে তাহা ও কহিল
তাহার ভ্রাতারদিগকে বলিয়া দেখ আমি আর এক
১০ স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহাতে চন্দ্র ও সূর্য্য ও একাদশ
নক্ষত্র ওথবৎ করিল আমাকে। পরে তাহা
কহিল তাহার পিতা ও ভ্রাতাদিগকে ইহাতে তাহার

পিতা কিছু অনুযোগ করিল তাহাকে ও বলিল এ কি
সপ্ন যাহা দেখিয়াছ আমি ও তোমার মাতা ও
তোমার ভ্রাতারা নিতান্ত ভ্রমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিব
১১ তোমাকে। তাহাতে তাহার ভ্রাতারা দ্বেষ করিতে
লাগিল তাহার সহিত কিন্তু তাহার পিতা অনুধাবন
করিল সে কথা।

১২ পরে তাহার ভ্রাতা শীখিমে চলিল তাহারদের
১৩ পিতার পশু পাল চরাইতে। তৎকালে ইস্রায়ীল
বলিল যুসফকে তোমার ভ্রাতারা শীখিমে পাল চরায়
আইস আমি পাঠাইব তোমাকে তাহারদের কাছে।
১৪ তাহাতে সে বলিল আচ্ছা। পরে সে বলিল
এখান যাও দেখ তোমার ভ্রাতারা ভাল আছে
কি না ও পালের ভাল কি না পুনর্ব্বার আসিয়া
সমাচার দেহ আমাকে তাহা বলিয়া পাঠাইল
তাহাকে হব্রোনের মাঠ হইতে তাহাতে সে গতি
করিল শীখিমে।

১৫ তখন এক জনের সহিত তাহার দেখা হইল ও
দেখ সে বেড়াইতেছিল মাঠে সে মানুষ জিজ্ঞাসা
১৬ করিল তাহাকে কি তল্লাস করিতেছ। সে বলিল
আমি তল্লাস করি আমার ভ্রাতারদিগকে
সাধনা করি তোমাকে বল তাহারা কোথায় পাল
১৭ চরাইতেছে। সে মানুষ বলিল তাহারা এখান
হইতে গিয়াছে আমি শুনিলাম তাহারদের কথা
আইস আমরা যাই দতীনে পরে যুসফ তাহার
ভ্রাতারদের পাছে২ যাইয়া পাইল তাহারদিগকে

১৮ দর্শনে। তাহারা দেখিলে তাহাকে অনেক দূর
হইতে দেখিবা মাত্র। তাহারদের নিকটে আসিবার
পূর্ব্বেই এক বাক্যতা হইল মারিয়া ফেলাইতে
১৯ তাহাকে। ও তাহারা পরস্পর বলিল দেখ সে
২০ স্বপ্নক আসিতেছে। আইস আমরা মারিয়া
ফেলি ও ফেলিয়া দেই তাহাকে কোন এক খাদে
পরে বলিব কোন দুষ্ট জন্তু খাইয়া ফেলিয়াছে
তাহাকে তবে দেখিব তাহার স্বপ্নের কি হইবে।
২১ রাউবন তাহা শুনিয়া তাহাকে যত্ন ছাড়াইতে
করিল তাহারদিগের হস্ত হইতে সে বলিল আইস
২২ আমরা মারিয়া ফেলিব না তাহাকে। রাউবন
বলিল তাহারদিগকে কিছু হত্যা করিও না কিন্তু
ফেলিয়া দেহ তাহাকে এ খাদে যাহা অরণ্যে কিন্তু
হস্ত দিও না তাহার ওপরে ইহা বলিল তাহারদের
হাত হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া পুনর্ব্বার দেওনার্থে
তাহার পিতার কাছে।

২৩ এই মত হইল যখন তাহার ভ্রাতারদের কাছে
আইলে তাহারা কাড়িয়া লইল তাহার কাবাই অনেক
২৪ বর্ণের কাবাই যাহা তাহার গায়। তৎপরে
তাহাকে লইয়া ফেলিল এক খাদে সে খাদ শূন্য
২৫ জল তাহার মধ্যে নহে। পরে তাহারা ভোজন
করিতে বসিল ও চাহিয়া দেখিতে পাইল অনেক
যিশ্মএলীনী আসিতেছে গিলআদ হইতে তাহারদের
উট সহিত মসালা ও বালসান ও মর লইয়া যাইতে

২৬ মিজরে। তখন যিহোদা বলিল তাহার ভ্রাতার
দিগকে কি লভ্য হবে যদি আমরা মারিয়া ফেলি
আমারদের ভ্রাতাকে ও গুপ্ত রাখি তাহার খুন
২৭ আইস আমরা বিক্রি করি তাহাকে যিশমঈলিরদের
কাছে ও আমরা হাত দিব না তাহার ওপরে
সে আমারদের ভ্রাতা আমারদের মাংস তখন
২৮ তাহার ভ্রাতারা এক বাক্যতা হইল। তৎকালে
মদ্দানী মহাজনেরা সেই স্থান দিয়া যায় তখন তাহারা
টানিয়া তুলিল যুসফকে গর্ত্ত হইতে ও বিংশতি
খান রূপায় তাহাকে বিক্রয় করিল যিশমঈলীরদের
স্থানে পরে তাহারা যুসফকে লইয়া গেল মিজরে।

২৯ পরে রাউবন যাদের কাছে যাইয়া দেখিল
যুসফ নাই তখন সে আপনার পরিচ্ছদ চিড়িয়া
৩০ ফেলিল। পরে সে তাহারদের কাছে পুনর্ব্বার
যাইয়া বলিল বালক নহে আমি কোন দিগে যাইতে
৩১ পারি। তারপর তাহারা তাহার কাবাই লইয়া এক
ছাগলের বাচ্চা মারিয়া ডুবাইল সে কাবাই তাহার
৩২ রক্তে পরে তাহারা সে অনেক বর্ণের কাবাই
পাঠাইয়া দিল তাহারদের পিতার ঠাঁই ও বলিল
আমরা ইহা পাইয়াছি এখন চিন এ তোমার পুত্রের
৩৩ কাবাই কি না। সে তাহা চিনিয়া বলিল এ আমার
পুত্রের কাবাই কোন দুষ্ট জন্তু যাইয়া ফেলিয়াছে
৩৪ তাহাকে যুসফ নিঃসন্দেহ খণ্ড২ হইয়াছে। তখন
যাকুব চিড়িল তাহার পরিচ্ছদ ও চট পরিধান করিল

ও শোকিত হইল তাহার পুত্রের কারণ অনেক দিন।
৩৫ এবং তাহার সমস্ত পুত্র কন্যা উঠিল সান্ত্বনা করিতে
ও তাহার শোক বারণ করিতে তাহাতে শান্ত হইল
না সে বলিল আমি শোকিতে২ কবরে যাইব আমার
পুত্রের তাঁই এই মতে তাহার পিতা ক্রন্দন করিল
তাহার কারণ।

৩৬ পরে মদীনীরা বিক্রয় করিল যুসফকে মিচরে
পটিফরের কাছে সে ফারোওার নিজ সেনার
এক জন সেনাপতি।

পর্ব্ব ৩৮ সেই সময় এই মত হইল য়িহোদা তাহার
ভ্রাতারদিগের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া গেল এক
২ ঊদলমীর বাটীতে যাহার নাম হীরা। পরে
য়িহোদা সে স্থানে দেখিল এক মনায়নীর কন্যা
তাহার নাম শোয়া ও তাহাকে বিবাহ করিয়া গেল
৩ তাহার কাছে ইহাতে সে গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব
৪ হইল পরে তাহার নাম রাখিল ঊর। সে পুনর্ব্বার
গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব হইল ও তখন তাহার নাম
৫ রাখিল আওনন। তৎপরে সে পুনরায় গর্ব্ভবতী
হইয়া পুত্র প্রসব হইল সে তাহার নাম রাখিল শলা
সে কাজীবে থাকিয়া প্রসব হইল তাহারদিগকে।
৬ পরে য়িহোদা তাহার প্রথম পুত্র ঊরের বিবাহ দিল
৭ তমর নামানীর সহিত। য়িহোদার প্রথম পুত্র ঊর
দুষ্ট হইল য়িহুহার দৃষ্টে তাহাতে য়িহুহা মারিয়া
৮ ফেলিলেন তাহাকে। তখন য়িহোদা বলিল আওনন

কে যাও তোমার ভ্রাতৃবধূর কাছে ও তাহাকে বিবাহ
করিয়া তোমার ভ্রাতার বংশ উৎপন্ন করাও।
৯ আওনন জানিল সে তাহার হবেক না পরে এই
মত হইল তাহার ভ্রাতৃবধূর কাছে গেলে সে বীজ
মৃত্তিকাতে ফেলিল পাছে দিত সে বীজ তাহার
১০ ভ্রাতাকে। যাহা করিল তাহা য়িহুহার দৃষ্টে অকর্ত্তব্য
অতএব তিনি তাহাকে ও মারিয়া ফেলাইলেন।
১১ য়িহোদা বলিল তাহার পুত্রবধূ তমরকে বিধবা হইয়া
থাকহ তোমার শ্বশুরের ঘরে যাবৎ আমার পুত্র
শলা বড় হয় একারন বলিল কি জানি সে মরিবে
তাহার ভ্রাতারদের মত। তখন তমর যাইয়া বসতি
১২ করিল তাহার শ্বশুরের ঘরে। কত কাল পরে
য়িহুদার জায়া শোয়ার কন্যা মরিল তখন য়িহোদা
শান্তনা হইয়া তমনায় গেল তাহার মেষের লোম
১৩ কটাইতে সে ও তাহার বন্ধু ঊদলমী হীরা। তখন
কেহ কহিল তমরকে দেখ তোমার শ্বশুর যাইতেছে
১৪ তমনায় মেষ কর্ত্তাইতে। তাহাতে সে তাহার
বিধবা পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সাড়ী আঁটিয়া পরিল
ও আপনাকে ঘোমটায় ঢাকিয়া বসিল পথের মধ্যে
তমনার পথে সে দেখিয়া শলা বড় হইয়াছে
তথাচ তাহাকে তাহার স্বামী দিল না। সে
১৫ ঢাকিয়া ছিল তাহার মুখ অতএব য়িহোদা তাহাকে
১৬ দেখিয়া ঠাওরাইল এ বেশ্যা। তখন তাহার
কাছে যাইয়া বলিল ওরে আমি সাবিনা করি আমি
আইসি তোমার কাছে সে জানে না যে সে

তাহার পুত্রবধূ। সে বলিল কি দিবা আমাকে যে
১৭ আসিতে চাইতেছ আমার কাছে। সে বলিল
আমার পাল হইতে পাঠাইয়া দিব একটা বাছা ছাগী
সে বলিল কিছু রাখিয়া যাবি যাবৎ পাঠাইয়া দিবি
১৮ তাহা। সে বলিল কি বন্ধক রাখিব তোমার
কাছে। সে বলিল তোমার মোহর তোমার হার
ও ছড়ী যাহা তোমার হস্তে। পরে সে তাহা দিয়া
গেল তাহার কাছে তাহাতে সে গর্ব্ভবতী হইল তাহা
১৯ হইতে। তারপর সে উঠিয়া প্রস্থান করিল পরে
ঘোমটা ত্যাগ করিয়া পরিধান করিল বিধবা
২০ পরিচ্ছদ। যিহোদা পাঠাইয়া দিল বাছা ছাগী তাহার
বন্ধু অদলমীর হাতে সে নারীর হস্ত হইতে বন্ধক
পাওনের জন্য কিন্তু সে তাহার দেখা পাইল
২১ না। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল কোথায় সে বেশ্যা
যে ঐনয়িম পথে তাহারা বলিল এ স্থানে বেশ্যা
২২ নাহি। অতএব সে যিহোদার কাছে পুনর্ব্বার
যাইয়া বলিল আমি পাইলাম না তাহাকে সে স্থানের
২৩ লোকে ও বলিল বেশ্যা এখানে নাহি। যিহোদা
বলিল লওক সে পাছে আমারা লজ্জা পাইতাম দেখ
আমি পাঠাইলাম বাছা ছাগী কিন্তু তাহার দেখা পায়া
গেল না।

২৪ এই মত হইল মাস তিনেক পরে কেহ
কহিল যিহোদাকে তোমার পুত্রবধূ তমর বেশ্যা
হইয়াছে দেখ গর্ব্ভবতী ও হইয়াছে বেশ্যা ক্রিয়ায়। তাহাতে যিহোদা বলিল পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য

২৫ বাহির করিয়া আনহ তাহাকে। যখন তাহারা
বাহির করিল তাহাকে তৎকালে সে লোক পাঠাইয়া
দিল তাহার শ্বশুরের কাছে কহিতে যাহার
এ সকল বস্তু সেই মানুষ হইতে আমি গর্ব্ববতী
তখন বলিল আমি সাধিনা করি তোমাকে দেখ এ
২৬ কাহার বস্তু মোহর ও হার ও ছড়ী। তখন
যিহোদা স্বিকার করিল তাহা ও বলিল আমি
দিলাম না তাহাকে আমার পুত্র শলাকে অতএব
সে আর হইতে যথার্থিক পরে সে আর কখন
আনিল না তাহাকে।

২৭ তাহার প্রসব সময় দেখ জমজ বালক তাহার
২৮ গর্ব্ভে। এই মত হইল প্রসব কালে এক জন
প্রথমত বাহির করিল তাহার হস্ত ও দাঈ রাঙ্গা
সূতা বন্ধিল তাহার করে বলিয়া এই বাহির হইল
২৯ প্রথমে। কিন্তু এই মত হইল সে পুনর্ব্বার তাহার
হস্ত টানিয়া লইলে দেখ তাহার ভ্রাতা বাহির হইল
অতএব দাঈ বলিল কেমনে তুই বাহির আইলি।
এ ভঙ্গি হইল তোমার সেকারণ তাহার নাম রাখিল
৩০ পরজ। তাহার পর বাহির হইল তাহার ভ্রাতা
যাহার হস্তে রাঙ্গা সূতা ও তাহার নাম রাখিল
জরহ।

পর্ব্ব ৩৯ যুসফ আনা গেল মেজরে পরে পটিফর
ফারোওার মনশবদার সোয়ারির সেনাপতি এক
জন মিজরি ক্রয় করিয়া লইল তাহাকে ইশমএলীর

দের স্থানে যে আনিয়া ছিল তাহাকে ও অঞ্চলে।
২ কিন্তু য়িহুহা রহিলেন যুসফের সহিত এতদর্থে
সে হইল ভাগ্য মন্ত মনুষ্য ও রহিল তাহার মিজরী
৩ মুনিবের ঘরে। তাহার মুনিব দেখিল য়িহুহা
তাহার সহিত ও যাং করিল য়িহুহা ভদ্র করেন তাহা
৪ তাহার হস্তেতে অতএব যুসফ অনুগ্রহ পাইল
তাহার মুনিবের দৃষ্টে ও তাহার নিকটে কার্য্য
করিল পরে সে তাহাকে বাটীর দেয়ান করিল ও
৫ তাহার সমস্ত দিল তাহার গচ্ছিতে। পরে এই মত
হইল সে তাহাকে বাটীর কর্ত্তা করিলে ও তাহার
সমস্তের ওপর নিযুক্ত করিলে সে কালাবধি য়িহুহা
যুসফেরার্থে বর দিলেন মিজরীর সংস্থা ও
য়িহুহার বর হইল তাহার সমস্তের ওপরে যাহা
৬ ঘরে ও ক্ষেত্রে। এতদর্থে সে দিল তাহার সমস্ত
যুসফের হস্তে ও কিছুই জানে না কেবল যাহা
ভোজন করে। যুসফ ছিল সুন্দর ও বিলক্ষন।
৭ ইহার পরে তাহার মুনিবের জায়া তাহার পানে
চাহিয়া বলিল সংসর্গ কর আমার সহিত।
৮ কিন্তু সে হেয়জ্ঞান করিয়া বলিল তাহার মুনিবের
জায়াকে দেখ আমার মুনিব জানেন না কি আছে
আমার কাছে ঘরে তিনি ও গচ্ছিত করিয়াছেন সমস্ত
৯ আমার হস্তে এ বাটীতে আমা হইতে বড় কেহ
নাই তিনি দিয়াছেন আমার কাছে সমস্ত বস্তু কিছু
বারন করেন নাহি তোমা ব্যতিরেক একারন তুমি
তাহার জায়া অতএব কি মতে করিব এ মহা অপরাধ

৯০ ও পাপ ঈশ্বরের বিপরিতে। পরে এই মত হইল
সে পুত্রাহ যুসফকে বলিল তথাচ সে অস্বিকার
করিল না শয়ন কি সংসর্গ করিতে তাহার সহিত।
৯১ পরে এই মত হইল সে ঘরে গিয়াছিল কর্ম্ম কার্য্য
৯২ করিতে ও ঘরে কোন কেহ নহে। তৎকালে সে
তাহার বস্ত্র ধরিয়া বলিল সংসর্গ কর আমার
সহিত তখন সে বস্ত্র তাহার হস্তে ছাড়িয়া পলাইয়া
৯৩ বাহির হইল। এই মত হইল যখন সে
দেখিল যে বস্ত্র তাহার হস্তে ছাড়িয়া দৌড়িয়া
৯৪ বাহির হইল তখন বাটীর লোকেরদিগকে ডাকিয়া
কহিল দেখ সে এক জন ঔব্রিকে আনিয়াছে
আমারদের কাছে আমারদিগকে পরিহাস
করিতে সে আইল আমার নিকটে সংসর্গ
করিতে আমার সাতে কিন্তু আমি বড় চেঁচাইলাম
৯৫ ও যখন সে শুনিল যে আমি ওচ্চই রব ডাকিলাম
তখন তাহার বস্ত্র আমার হস্তে ছাড়িয়া
৯৬ দৌড়িয়া গেল। তখন সে রাখিল তাহার বস্ত্র
আপনার কাছে তাহার মুনিব আইসন পর্য্যন্ত।
৯৭ পরে বলিল তাহাকে এ সমস্ত কথা ঔব্রি চাকর
যাহাকে আনিয়াছ সে আইল আমার কাছে
৯৮ পরিহাস করিতে। পরে আমি বড় চেঁচাইলে
সে তাহার বস্ত্র আমার হাতে ছাড়িয়া পলায়ন
৯৯ করিল। যখন তাহার মুনিব শুনিতে পাইল
তাহার ভার্য্যার সে কথা যাহা কহিল তাহাকে
যে এ কার্য্য করিল তোমার চাকর তখন কোপিত

২০ হইল। এতদর্থে যুসফের মুনিব তাহাকে লইয়া
কারাগারে থুইল যে স্থানে রাজার বন্ধ বন্ধিত
আছে সে ও হইল বন্ধিত সেখানে।——
২১ কিন্তু য়িহুয়া ছিলেন যুসফের সাতে তিনি কৃপা
করিয়া অনুগ্রহ দেয়াইলেন তাহাকে বন্ধিতের রক্ষক
২২ হইতে। তখন কারাগারের রক্ষক গচ্ছিত করিল
সমস্ত বন্ধিকে যুসফের হস্তে ও সেখানে যাহা
২৩ করিতে চাহিল তাহা করে। কারাগারের
রক্ষক কোন কর্ম্মেরদিগে ফিরিয়া দেখিল না এ
কারন য়িহুয়া ছিলেন তাহার সহিত অতএব সে যাহা
করিল তাহাতে য়িহুয়া ভদ্র করিলেন।——

পরব অতঃপর এই মত হইল মিজরের রাজার খানসমা
৪০ ও রুটিওয়ালা অপরাধি হইয়াছিল তাহারদের প্রভু
২ মিজরের রাজার কাছে। এতদর্থে ফারোও
রোসান্বিত হইল তাহার দুই চাকরের ওপর সরদার
৩ খানসামা ও সরদার রুটিওয়ালা তাহাতে বন্ধ করিল
তাহারদিগকে সোয়ারির সেনাপতির কারাগারে
৪ যে স্থানে যুসফ বন্ধিৎ। পরে সোয়ারির
সেনাপতি তাহারদিগকে যুসফের জিম্মা করিয়া দিল
ও সে রাখিল তাহারদিগকে তাহারা কিছু কাল
বন্ধিত রহিল।——
৫ পরে তাহারা স্বপ্ন দেখিল দুই জনেই একে রাত্রে
একং জন স্বপ্ন দেখিল একং জনের স্বপ্নানুযায়ি

মিশরের রাজার খানসামা ও রুটিওয়ালা যাহার
৬ বন্দিত কারাগারে। পরে সকালে যুসফ আইল
তাহারদের কাছে ও দৃষ্টি করিল তাহারদের
ওপর তাহাতে বিমর্শ দেখিল তাহারদিগকে।
৭ অতএব জিজ্ঞাসা করিল ফারোওঁর চাকরের দিগকে
যাহারা তাহারদের প্রভুর কারাগারে কিমর্থে
৮ অদ্য বিমর্শ দেখি তোমারদিগকে। তাহারা বলিল
যুসফকে আমরা স্বপ্ন দেখিয়াছি ও তাহার অর্থ
নহে। পরে যুসফ বলিল তাহারদিগকে তাহা
৯ ঈশ্বরের ক্রিয়া নহে বল তাহা আমাকে। তৎপরে
সরদার খানসামা কহিল তাহার স্বপ্ন যুসফের কাছে
আমি স্বপ্নে দেখিলাম দ্রাক্ষা গাছ হইল আমার
১০ সম্মুখে। সে দ্রাক্ষা গাছের তিন ডাল ও তাহারা
মঞ্জরিল ও মুকুলিল এবং দ্রাক্ষা থকা ও পক্ক হইল।
১১ দেখ ফারোওঁর পেয়ালা আমার হস্তে হইয়া আমি
দ্রাক্ষা লইয়া ফারোওঁর পেয়ালায় রস বাহির
১২ করিলাম ও দিলাম পেয়ালা ফারোওঁর হস্তে। যুসফ
বলিল তাহারদিগকে ইহার অর্থ এই সে তিন ডাল
১৩ তিন দিন। তিন দিনে তোমাকে খালাস করিয়া
দিবেন তোমার কার্য্যে তাহাতে দিবা ফারোওঁর
পেয়ালা তাহার হস্তে যেমত করিয়াছ খানসামা
১৪ হইয়া কিন্তু তোমার ভাল হইলে আমাকে মনে
রাখ ও দয়া কর আমাকে এবং আমার বিষয়
কহ ফারোওঁকে ও বাহির কর আমাকে এ ঘর
১৫ হইতে। আমি নিতান্তই চুরি করা হইলাম ইব্রির

দেশ হইতে এখানে ও আমি কিছুই করিলাম না যে
তাহারা থুইল আমাকে কারাগারের তয়খানায়।
১৬ সরদার কটিওয়ালা শুনিতে পাইল স্বপ্নের অর্থ ভাল
অতএব সে ও বলিল যুসফকে আমি দেখিয়াছি স্বপ্নে
১৭ ও দেখ তিনটা শুক্লবর্ণ চুপড়ি আমার মস্তকের ওপর
চুপড়ি নানান প্রকার সন্দেশ ভরা ফারোওার
কারণ পরে পক্ষীতে খাইল তাহা আমার মস্তকের
১৮ চুপড়ি হইতে। তখন যুসফ প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিল ইহার অর্থ এই তিনটা চুপড় তিনদিন
১৯ ইহাতে তিন দিনে ফারোওা ওৎখাত করিবে
তোমার মাথা তোমা হইতে ও ফাঁসি দিয়া বৃক্ষে
টানাইয়া দিবে তোমাকে এবং পক্ষীরা খাইবে
তোমার মাংস তোমা হইতে।

২০ এই মত হইল তাহার তৃতীয় দিনে ফারোওার
জন্ম দিন তাহাতে সে নিমন্ত্রণ করিল তাহার সমস্ত
চাকরেরদিগকে ও খালাস করিয়া আনিল সরদার
খানসমা ও সরদার কটিওয়ালা তাহার চাকরের
২১ দিগের মধ্যে। তখন সে বহাল করিল পুনর্ব্বার
সরদার খানসমাকে খানসমাগিরি করিতে পরে
২২ সে দিল পেয়ালা ফারেওার হাতে। কিন্তু সে
ফাঁসি দিল সরদার কটিওয়ালাকে যে মত যুসফ
২৩ অর্থ করিয়াছিল তাহারদের কাছে। তত্রাপি
সরদার খানসমার মনে হইল না যুসফকে, কিন্তু
বিস্মৃতি হইল তাহাকে।

পর্ব্ব ৪১

দুই বৎসর পূর্ণ হইলে এই মত হইল ফারোঔ স্বপ্ন দেখিল দেখ সে তাণ্ডাইয়াছে নদীর কিনারায় দেখ নদী হইতে ওঠিল সুন্দর ছিষ্ট পুষ্ট সাতটা গাভী ও চরিতে লাগিল বীরের ওপর দেখ তাহার পরে আর সাতটা গাভী ওঠিল নদী হইতে বড় কুচ্ছিত ও কৃষা পরে নদিতীরে তাণ্ডাইল আর সকল গাভীর কাছে অতঃপর কুচ্ছিত কৃষা গাভীরা খাইয়া ফেলাইল সে সাতটা সুন্দর ছিষ্ট পুষ্ট গাভীরদিগিকে। তখন ফারোঔর চৈতন্য হইল। পরে সে পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিল দেখ সাত শিষ শস্য উৎপন্ন হইল এক গাছ তৃণের ওপরে তাজা ও বিলক্ষন তারপর দেখ পুবিয়া বাতাসে শুষ্ক করা সাতটা পাতলা শিষ উৎপন্ন হইল পরে সে সাতটা পাতলা শিষ খাইয়া ফেলিল সে সাতটা তাজা শিষের দিগিকে তখন ফারোঔ জাগ্রত হইল। দেখ প্রাতে তাহার মন ব্যস্ত হইল স্বপ্নের বিষয় পরে সে লোক পাঠাইয়া ডাকিল মিসরের সমস্ত গুনী ও পণ্ডিতেরদিগিকে তৎপর ফারোঔ তাহার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিল তাহারদিগিকে কিন্তু কেহ তাহার অর্থ করিতে পারিল না ফারোঔর কাছে।

তৎকালে সরদার খানসামা কহিল ফারোঔ কে আজি আমার মনে হইল আমার ত্রুটি হইয়াছে ফারোঔ রোষান্বিত জিলেন তাহারা চাকরের ওপর পরে আমাকে বন্ধ করিলেন

সোয়ারির সেনাপতির ঘরে আমাকে ও সরদার
৪১ রুটিওয়ালাকে তখন আমরা এক রাত্রিতে স্বপ্ন
দেখিলাম আমি এবং সে আমরা দুই জনেই স্বপ্ন
দেখিলাম প্রতি জন আপনার স্বপ্নের অর্থানুযায়ি।
৪২ সেখানে আমারদের সাতে ছিল এক ইব্রি যুবা
মানুষ সোয়ারির সেনাপতির চাকর পরে আমরা
তাহাকে স্বপ্ন কথা বলিলে সে অর্থ করিয়া কহিল
৪৩ একং জনের স্বপ্নানুযায়ি সে অর্থ করিল। পরে
যে যত সে অর্থ করিয়াছিল আমারদের কাছে সেই
মত হইল আমি বহাল হইলাম আমার কার্য্যে
রুটিওয়ালাকে ফাঁসি হইল।

৪৪ তখন ফারোওা লোক পাঠাইয়া দিল যুসফকে
আনিতে তাহারা শীঘ্র বাহির করিয়া আনিল
তাহাকে কারাগার হইতে তখন সে ক্ষৌর হইয়া
৪৫ ও বস্ত্র বদলাইয়া আইল ফারোওার কাছে। তখন
ফারোওা বলিল যুসফকে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি
ও কেহ তাহার অর্থ করিতে পারে না কিন্তু আমি
শুনিয়াছি তোমার কথা যে তুমি স্বপ্নের অর্থ করিতে
৪৬ পার। যুসফ প্রত্যুত্তর করিল ফারোওাকে
এ আমার সাধ্য নহে কিন্তু ঈশ্বর দিবেন ফারোওা
৪৭ কে বিলক্ষন উত্তর। তৎপরে ফারোওা বলিল
যুসফকে এই আমার স্বপ্ন আমি দাণ্ডাইয়াছিলাম
৪৮ নদীর কিনারায় তখন দেখ নদী হইতে উঠিয়া আইল
সাতটা গাই ছিল্ক পুষ্ট ও সুন্দর এবং তাহারা
৪৯ চরিতে লাগিল নদীর তীরে দেখ তাহার পরে

বাহির হইয়া আইল আর সাতটা গাই রোগা অতি
২০ কুচ্ছিত ও বড় কৃষা তখন সে কৃষা ও কুচ্ছিত গাভী
যাইয়া খেলাইল সে প্রথম সাতটা হৃষ্ট পুষ্ট গাভী।
২১ যখন তাহারা যাইয়া খেলাইল তাহারদিগকে তখন
কিছুই জানা গেল না যে তাহারা যাইয়া খেলাইয়াছে
তাহারদিগকে কিন্তু মন্দ দেখাইল পূর্ব্ব বার মত
২২ তাহাতে আমি জাগিলাম। পরে পুনর্ব্বার আমি
দেখিলাম আমার স্বপ্নে দেখা সাত শিস সখা
ওৎপন্ন হইল এক তৃণের ওপরে পাকা ও তাজা।
২৩ দেখা আর সাত শিস ওৎপন্ন হইল তারপরে
টাটুয়া পাতলা ও পাতলা করিয়াছে তাহারদিগকে
২৪ পূবিয়া বাতাসে ওৎপরে সে পাতলা শিসেরা
যাইয়া খেলাইল সে সাত সুন্দর শিসেরদিগকে
এ সমস্ত আমি বলিলাম গুনীরদিগকে কিন্তু কোন
কেহ তাহার অর্থ করিতে পারিল না আমার কাছে।

২৫ যুসফ বলিল ফারোওাকে ফারোওার স্বপ্ন এক
ঈশ্বর দেখাইয়াছেন ফারোওাকে যাহা তিনি
২৬ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। সে সাত ভাল গাভী
সাত বৎসর ও সাতটা ভাল শিস সাত বৎসর
২৭ স্বপ্ন একই। এবং সাতটা রোগা ও কুচ্ছিত গাভী
যাহারা আইল তাহারদের পরে সেই সাত বৎসর
ও সাতটা টাটুয়া শিস যাহারদিগকে পাতলা করিয়াছে
পূবিয়া বাতাসে সে হইবে সাত বৎসর যন্বন্তর।
২৮ এ সে কথা যাহা আমি কহিলাম ফারোওাকে

যাহা ঈশ্বর করিবেন তাহা তিনি দেখাইয়াছেন
২৯ ফারোওাকে। দেখ সাত বৎসর হইবে অতি মহা
৩০ সস্তা মিসর দেশে। তৎপরে সাত বৎসর
হইবেক মহা মন্বন্তর তাহাতে সে সমস্ত অতি
বৃহৎ উৎপন্ন বিস্মৃতি হবেক মিসরে একারণ
৩১ মন্বন্তরে সংহার করিবে দেশ ও সে বড় সস্তা
প্রকাশ থাকিবেক না দেশে সে মন্বন্তরের কারণ
যাহা হইবেক তাহার পরে সে মন্বন্তর হবেক
৩২ অতি বড়ই। সে কার্য্য ঈশ্বরের প্রস্তুত হইয়াছে
এবং ঈশ্বর কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহা করিবেন।
অতএব ফারোওার স্বপ্ন দুবার হইল। এখন
৩৩ ফারোওা অন্বেষণ করুন এক জ্ঞান ও বুদ্ধি
মন্ত মানুষ পরে নিযুক্ত করুন তাহাকে মিসর
৩৪ সমস্ত দেশের ওপর। ফারোওা ইহা করুন
পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া করুন দেশের পর তাহারা
লওক মিসরের উৎপন্নের পঞ্চমীয় অংশ এ সস্তার
৩৫ সাত বৎসরে। তাহারা একত্র করুক সমস্ত
ভক্ষ্য দ্রব্য সে ভাল সাত বৎসরে ও শস্য দিওক
ফারোওার হস্তিয়ারে এবং তাহারা ভক্ষ্য রাখুক পুরি
৩৬ সহরে। ইহাতে সে ভক্ষ্য সঞ্চয় হবেক সাত
বৎসর মন্বন্তরের কারণ যাহা হইবেক মিসর দেশে
যেন দেশ নষ্ট হয় না মন্বন্তরে।

৩৭ ইহা বিলক্ষণ দেখাইল ফারোওা ও তাহার সমস্ত
৩৮ চাকরেরদের দৃষ্টে। পরে ফারোওা বলিল তাহার
চাকরেরদিগকে এই মত মনুষ্য পাওয়া যায় এ দেশে

৩৯ মনুষ্য যাহার আছে ঈশ্বরের আত্মা। তখন
ফারোওা বলিল যুসফকে ঈশ্বর দেখাইয়াছেন
তোমাকে এ সমস্ত অতএব কোন কেহ নহে এ স্থানে
৪০ তোমার তুল্য বুদ্ধিমন্ত কি জ্ঞানবন্ত। তুমি হইবা
আমার বাটীর কর্ত্তা ও তোমার কথানুযায়ি আমার
সমস্ত লোক কর্ম্ম করিবেক কেবল সিংহাসনের
৪১ ওপর আমি বড় রহিব তোমা হইতে। ফারোওা
বলিল যুসফকে দেখ আমি নিযুক্ত করিয়াছি
৪২ তোমাকে মিজর সমস্ত দেশের ওপর। পরে
ফারোওা আপনার অঙ্গুরি খুলিয়া দিলেন যুসফের
অঙ্গুলিতে ও আজ্ঞা করিলেন পরিচ্ছদান্বিত করাইতে
তাহাকে ওত্তম মেলাত দিয়া ও স্বর্ণ হার
৪৩ দিলেন তাহার গলায়। তৎপরে আরোহন করাইল
তাহাকে আপনার দ্বিতীয় রথে ও লোকেরা তাহার
সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া জয় ধ্বনি করিল ও সে করিল
৪৪ তাহাকে মিজরের সমস্ত দেশের কর্ত্তা। পরে
ফারোওা বলিল যুসফকে আমি ফারোওা তথাচ
তোমার ইচ্ছা ব্যতিরেক কেহ হাত কি পা তুলিবেক
৪৫ না মিজর দেশে। পরে ফারোওা রাখিল যুসফের
নাম জফনত পনীনফ ও তাহার বিবাহ দিল আনের
পুরোহিত পটিফরার কন্যা আসনতের সহিত
তাহা হইলে যুসফ গতায়াত করিল মিজর
দেশ দিয়া।

৪৬ যুসফ ত্রিশ বৎসর বয়ক্রম হইয়া তাওাইল মিজরের
রাজা ফারোওার সাক্ষাতে। পরে যুসফ ফাওে র

সাক্ষাৎ হইতে যাইয়া গতি করিল মিজর সমস্ত
৪৭ দেশে। সে বড় সম্ভার সাত বৎসর পৃথিবীতে
৪৮ উৎপন্ন হইল যথেষ্ট। তৎকালে সে সাত বৎসরের
ভক্ষ্য দ্রব্য সমস্ত একত্র করিয়া সহরে সঞ্চয় করিল
যেই সহরের চারিদিগের ক্ষেত্রের ভক্ষ্য তাহা থুইল
৪৯ সেই২ সহরে। যুসফ একত্র করিল শস্য
সমুদ্রের বালুকার প্রায় অতি বিস্তারিত তাহাতে
গণন করিতে ছাড়িল একারণ তাহা অগণন।
৫০ মন্বন্তরের পূর্ব্বে যুসফের দুই পুত্র হইল যাহার
দিগকে আনের যাজক পটিফরের কন্যা আসনত
৫১ প্রসব হইল তাহা হইতে। যুসফ তাহার প্রথম
সন্তানের নাম রাখিল মনশা সে বলিল ঈশ্বর
আমাকে ভুলাইয়াছেন আমার সমস্ত দুঃখ
৫২ ও আমার পিতার সমস্ত বাটী। দ্বিতীয়ের নাম
রাখিল আফ্রিম একারণ ঈশ্বর ফলপূর্ণ করিয়াছেন
আমাকে আমার দুঃখের দেশে।

৫৩ সাত বৎসর সম্ভা যাহা হইল মিজর দেশে
৫৪ শেষ হইল। তখন যুসফের কথানযায়ি সাত
বৎসরের মন্বন্তর আসিতে প্রবর্ত্ত হইল ও
মন্বন্তর হইল সমস্ত দেশে কিন্তু সমস্ত মিজরে
৫৫ ভক্ষ্য থাকিল। যখন মিজর সমস্ত দেশে দুর্ভিক্ষ
হইল তখন লোকেরা চেঁচাইল ফারোওার ঠাঁই ভক্ষ্যের
কারণ পরে ফারোওা বলিল সমস্ত মিজরীয়দিগকে
যাও যুসফের ঠাঁই যাহা সে বলে তোমারদিগকে

৫৬ তাহা কর। মন্বন্তর হইল সমস্ত পৃথিবীর ওপর
ও যুসফ খুলিল সমস্ত গোলার দ্বার ও বিক্রয়
করিতে লাগিল মিজরীয়দের কাজে একারন দুরন্ত
৫৭ মন্বন্তর বৃদ্ধি হইল মিজর দেশে। পরে সমস্ত
দেশের লোক আইল মিজরে যুসফের স্থানে ক্রয়
করিতে দুরন্ত মন্বন্তরার্থে যাহা সমস্ত দেশে।

পর্ব্ব ৪২ যাঁকুব শুনিতে পাইল যে শস্য মিজরে তেকারন
যাঁকুব বলিল তাহার পুত্রেরদিগকে কেন নিরস্কন
২ করিতেছ এক জন আর এক জনের পানে। সে বলিল
দেখ আমি শুনিতে পাইয়াছি যে শস্য আছে মিজরে
অতএব তোমরা সেখানে যাও এবং ক্রয় করিয়া
আনহ আমারদের কারন সেখান হইতে তাহাতে
বাঁচিব ও মরিব না।
৩ তাহাতে যুসফের দশ ভ্রাতারা শস্য ক্রয় করিতে
৪ গেল মিজরে। কিন্তু যুসফের সহোদর বেনিমনকে
যাঁকুব পাঠাইয়া দিল না তাহারদের সাতে সে বলিল
৫ কি জানি কিছু আপদ হইবে তাহার ওপর। বস্তু
মন্বন্তর হইল কনাঁয়ন দেশে। সেকারন ইশরালের
পুত্রগন আইল শস্য ক্রয় করিতে আর লোকের
৬ সাতে যাহারা আইল তৎকালে যুসফ ছিল সে
দেশের কর্ত্তা সে ও বিক্রয় করিল দেশের সমস্ত
লোকের কাজে পরে যুসফের ভ্রাতারা আসিয়া
৭ ভুপরৎ করিল তাহার সন্মুখে পরে যুসফ
তাহার ভ্রাতারদিগকে দেখিয়া চিনিল কিন্তু আপনা

কে পর শ্রেণীর মত দেখাইল তাহারদের কাছে ও
কোন বিশিষ্ট কথা কহিল তাহারদের সাতে ও বলিল
তাহারদিগিকে তোরা কোথা হইতে। তাহারা বলিল
কনাঁয়ন দেশ হইতে ভক্ষ্য দ্রব্য কেননের কারণ।
৮ যুসফ চিনিল তাহার ভ্রাতারদিগিকে কিন্তু তাহারা
৯ চিনিল না তাহাকে। তখন যুসফের মনে হইল
সে স্বপ্ন যাহা দেখিয়াছিল তাহারদের বিষয় অতএব
১০ বলিল তাহারদিগিকে তোরা সুল্যা দেশের অবস্থা
দেখিতে আসিয়াছিস। তাহারা বলিল তাহাকে
১১ নহে আমারদের প্রভু কিন্তু তোমার চাকরেরা
আসিয়াছে কিনিতে ভক্ষ্য দ্রব্য আমরা সকলেই
১২ এক জনের পুত্র আমরা সত্যবাদী মানুষ সুল্যা
নহি। পরে সে বলিল তাহারদিগিকে তাহা নহে
১৩ কিন্তু তোমরা আসিয়াছ দেশের অবস্থা দেখিতে।
তাহারা বলিল তোমার চাকরেরা হয় দ্বাদশ ভ্রাতা
কনাঁয়ন দেশের এক জনের পুত্র দেখ কনিষ্ঠ আজি
১৪ আমারদের পিতার সাতে এবং আর এক জন নহে।
যুসফ বলিল তাহারদিগিকে আমি এ কথা কহিলাম
১৫ তোমারদিগিকে তোমরা সুল্যা। ইহাতে জানা
যাবেক ফারোওার জীবনে তোমরা বাহিরে যাইবা না
তোমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এখানে না আইলে।
১৬ পাঠাইয়া দেহ তোমারদের এক জনকে তোমারদের
ভ্রাতাকে আনিতে ও তোমরা থাকিবা কারাগারে
তাহাতে তোমারদের কথা জানা যাবে যদি সত্যতা
কি না তোমারদের মধ্যে নতুবা ফারোওার জীবনে

১৭ নিতান্ত তোমরা সুল্যা। পরে তিন দিন নজরা
১৮ বন্দিতে রাখিল তাহারদিগকে। পরে তৃতীয় দিনে
যুসফ বলিল তাহারদিগকে আমি ভয় করি ঈশ্বরকে
১৯ অতএব ইহা করিয়া বাঁচ যদি তোমরা সত্যবাদী
তবে তোমারদের এক ভ্রাতা কএদে রহুক ও তোমরা
শস্য লইয়া যাও তোমারদের বাটীর মন্বন্তরের
২০ কারন কিন্তু তোমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার
কাছে আনহ তবে তোমারদের কথা হবেক সত্য
এবং তোমরা মরিবা না তখন তাহারা তাহাই
করিল।

২১ পরে তাহারা এক জন আর এক জনকে বলিল
সারোদ্ধার আমরা দোষগ্রস্ত আমারদের
ভ্রাতারপ্রে আমরা দেখিলাম তাহার প্রানের কাথা
যখন কাতর্য্য করিল আমারদের কাছে কিন্তু আমরা
তাহা শুনিলাম না অতএব এ ক্লেশ ভোগ আসিয়াছে
২২ আমারদের উপরে। তখন রাউবন প্রত্যুত্তর
করিল তাহারদিগকে আমি এ কথা বলিলাম না
তোমারদিগকে পাপ করিও না বালকের বিপরিতে
কিন্তু তোমরা তাহা শুনিলা না অতএব তাহার হত্যা
২৩ দায়া এখন হইল। তাহারা জানিল না যে
যুসফ বুঝিল তাহারদের কথা সে কথা কহিল
২৪ তাহারদের সহিত ওত্তরসারিক করনক। পরে
সে তাহারদিগ হইতে ফিরিয়া রোদন করিল
পুনর্ব্বার তাহারদের দিগে ফিরিয়া আলাপ করিল
তাহারদের সহিত তারপর তাহারদিগ হইতে

শিমিওনকে লইয়া বান্ধিল তাহারদের সম্মুখে।
১৫ তখন যুষফ আজ্ঞা করিল তাহারদের থলা
পুরিয়া দিতে ও তাহারদের টঙ্কা তাহারদের থলায়
দিতে সে ও দিল তাহারদিগকে রাহা খরচ এই মত
১৬ করিল তাহারদিগকে। তখন তাহারা তাহারদের
গাধায় শস্য লাদাইয়া প্রস্থান করিল সে স্থান ছাড়িয়া
১৭ এবং তাহারদের এক জন থলা খুলিল সরাইতে
তাহার গাধারে দানা দেওনের জন্যে তখন সে
দেখিল তাহার টঙ্কা দেয় তাহা থলায় পরে
১৮ সে বলিল তাহার ভ্রাতারদিগকে আমার টঙ্কা
ফিরিয়া আসিয়াছে দেখ তাহা আমার থলায় তখন
তাহারদের মন ও কম্পিত হইল ও তাহারা মহা
ভীত হইয়া পরস্পর বলিল ঈশ্বর কি করিয়াছেন
আমারদিগকে।
১৯ তাহারা কনাঁয়ন দেশে তাহারদের পিতা যাঁকুবের
ঠাঁই গুরুরিয়া বলিল তাহাকে যাহা ঘটিল তাহারদের
২০ গুপরে বলিয়া যে মনুষ্য সে দেশের কর্ত্তা রোষযুক্ত
কথা কহিল আমারদের সহিত সে বুঝিল আমরা
২১ ও দেশের সুন্যা। পরে আমরা বলিলাম তাহাকে
আমরা সত্যবাদী মানুষ আমরা সুন্যা নহি আমরা
২২ দ্বাদশ ভ্রাতা আমারদের পিতার পুত্র এক জন নহে
এবং কনিষ্ঠ এখন আছে কনাঁয়ন দেশে আমারদের
২৩ পিতার সহিত। পরে সে মনুষ্য সে দেশের কর্ত্তাই
বলিল আমারদিগকে ইহাতে আমি জানিব যে
তোমরা সত্যবাদী তোমারদের এক ভ্রাতাকে আমার

এখানে জাতিয়া যাও এবং লইয়া যাও ভক্ষ্য দ্রব্য
৩৪ মন্বন্তরের কারণ তোমারদের পরিজনের জন্য পরে
আন তোমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমার কাছে
তাহাতে আমি জানিব যে তোমরা মূল্যা নহ কিন্তু
সত্যবাদী মনুষ্য। তবে ফিরিয়া দিব তোমারদের
ভ্রাতাকে ও তোমরা ক্রয় বিক্রয় করিতে পাইবা
এ দেশে।

৩৫ পরে এই মত হইল যখন তাহারা খুলিতে ছিল
তাহারদের থলা তখন দেখা পুতি জনের থলায়
তাহারদের রুপ্পার পোঁটলা তখন তাহারা ও
তাহারদের পিতা তাহা দেখিয়া ভীত হইল।
৩৬ এতদর্থে তাহারদের পিতা যাঁকুব বলিল তাহার
দিগকে তোমরা শিশু শূন্য করিয়াছ আমাকে যুসফ
নহে ও শিমওোন নহে তোমরা ও বেনিয়মকে লইয়া
৩৭ যাইতে চাহ এ সকল আমার বড় কষ্ট। পরে রাওবন
বলিল এ কথা তাহার পিতাকে আমার দুই পুত্রকে
বধ কর যদি আমি না আনিয়া দেই তাহাকে
তোমার কাছে তাহাকে দেও আমার হস্তে ও আমি
৩৮ ফিরিয়া দিব তাহাকে তোমার কাছে। সে বলিল
আমার পুত্র যাবেই না তোমারদের সহিত তাহার
ভ্রাতা মরিয়াছে ও সে আছে কেবল যদি কোন
আপদ ঘটে সে পথে যাহাতে তোমরা যাইবা তখন
তোমরা শোক করিতে২ কবরে আনিবা আমার
পাকা চুল।

পর্ব্ব ৪৩ অতি বৃহত মন্বন্তর হইল দেশে। অতএব এই
মত হইল যখন তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছিল মে
সমস্ত শস্য যাহা ক্রয় করিয়া আনিল মিসর হইতে
তখন তাহারদের পিতা বলিল তাহারদিগকে আর
কিঞ্চ ভক্ষ্য ক্রয় করিয়া আনহ যাইয়া আমারদের
৩ কারণ। তখন য়িহোদা কহিল মে মনুষ্য তস্মি
করিয়া বলিল আমারদিগকে তামারদের ভাই সাতে
৪ না হইলে দেখিবা না আমার মুখ। যদি পাঠাইয়া
দিবা আমারদের ভাইকে আমারদের সাতে তবে
৫ আমরা যাই ও ক্রয় করিয়া আনি ভক্ষ্য দ্রব্য কিন্তু
যদি তাঁহাকে পাঠাইয়া না দিবা আমারদের সহিত
তবে আমরা যাইব না মে মানুষ বলিয়াছে আমার
দিগকে তোমারদের ভ্রাতা সাতে রহন ব্যতিরেক
৬ আমার মুখ আর দেখিতে পাবা না। তখন
য়িশরাল বলিল কিমর্থে তোমরা করিলা এমত কুক্রিয়া
আমাকে মে মানুষকে বলিতে যে তোমারদিগের
৭ আর এক ভাই। তাহারা বলিল মে মানুষ
অনুসন্ধানে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল আমারদের ও
আমারদের কুটুম্বেরদের বিষয় বলিয়া তোমারদের
পিতা জীবত আছে তোমারদিগর আর কেহ ভ্রাতা
আছে এতদর্থে কহিলাম তাহাকে এ সকল কথার
প্রত্যুত্তরানুযায়ি আমরা কেমন জানিতে পারিতাম যে
মে বলিবেক তোমারদের ভ্রাতাকে এখানে আনিও।
৮ পরে য়িহোদা বলিল তাহার পিতা য়িশরালকে
পাঠাইয়া দেহ বালককে আমার সাতে তবে আমরা

উঠিয়া যাই তাহাতে বাঁচিব ও মরিব না আমরা
৯ তুমি ও আমারদের বালকেরা। আমি হইব
তাহার জামিন আমার কাছে তাহার দায়া করিও
যদি আমি না আনিয়া দেই তাহাকে তোমার কাছে
তবে সে অপরাধি হবেক আমার উপর সর্ব্বকাল।
১০ যদি আমরা গৌন না করিতাম অবশ্য এখন
১১ ফিরিয়া আসিতাম দ্বিতীয় বার। তখন তাহার
দের পিতা য়িশরাল বলিল তাহারদিগকে যদি এই
মত হয় তবে ইহা কর এ দেশের উত্তম বস্তু লও
পাত্র করিয়া ও সে মনুষ্যের কারন নজর লইয়া
যাও কিছু গুগুল ও কিছু মধু ও কিছু গন্ধ মসালা ও
১২ মর ও বটন ও বাদাম ও দ্বিগুন তঙ্কা লও সাতে
করিয়া এবং সে তঙ্কা যাহা আনিলা পুর্ব্বে থয়নায়
পুনর্ব্বার তাহা সাতে করিয়া লইয়া যাও বুঝি
১৩ তাহারদের ভুল হইয়া থাকে তোমারদের ভ্রাতাকে
১৪ ও লইয়া যাও পুনর্ব্বার সে লোকের কাছে সর্ব্ব
শক্তি ঈশ্বর দিউন তোমারদিগকে দয়া সে লোকের
সাক্ষাৎ তাহাতে সে বিদায় করিয়া দেয় তোমার
দের আর ভ্রাতা ও বেনিয়মনকে যদি শিশু শূন্য হই
তবে হই।

১৫ তাহারা লইল সে নজর ও দ্বিগুন তঙ্কা সাতে
করিয়া ও বেনিয়মনকে পরে উঠিয়া প্রস্থান করিল
১৬ মিজরে ও তাপ্তাইল যুসফের সাক্ষাৎ। যখন
যুসফ দেখিল বেনিয়মনকে তাহারদের সাতে তখন
বলিল তাহার বাটীর কর্ম্ম কর্ত্তাকে এ লোকের

দিগেকে আমার বাটীতে আন ও জবাই করিয়া রসই
করহ অদ্য দুই প্রহরে এ লোকেরা ভোজন করিবে
১৭ আমার সাতে। যে মত যুসফ আজ্ঞা দিল
সে মত সে লোক করিল পরে আনিল তাহারদিগেকে
১৮ যুসফের বাটীতে। যুসফের বাটীতে আনয়ন
হইলে তাহারা ভীত হইল এবং ভাবিল ইহা সে
তঙ্কার কারণ যাহা লইয়া গেলাম প্রথমে
সে আমারদের জিদ্ধ চেষ্টা করিতেছ পরে
আমারদের ওপর দায়া পাইয়া গোলাম করাইবে
আমারদিগেকে ও আমারদের গাধারদিগেকে।
১৯ তখন তাহারা যুসফের বাটীর কর্ম্ম কর্ত্তার নিকট
আসিয়া কথা কহিল তাহার সহিত দ্বারে থাকিয়া
২০ তাহারা বলিল মহাশয় আমরা নিতান্ত আইলাম
২১ প্রথমে ভক্ষ্য কিনিতে। এমত হইল যখন আমরা
আইলাম সরাইতে সেখানে থয়লা খুলিয়া
দেখিলাম অর্থ প্রতি জনের থয়লায় আমারদের
অর্থ পুরা ওজনে অতএব আমরা তাহা আনিয়াছি
২২ আরবার সাতে করিয়া এবং আর২ তঙ্কা আনিয়াছি
ভক্ষ্য কিনিতে আমরা বলিতে পারি না কে
থুইল আমারদের অর্থ আমারদের থয়লায়।
২৩ সে বলিল তাহারদিগেকে তোমরা শান্ত হও ভয়
করিও না তোমারদের ও তোমারদের পিতার
ঈশ্বর দিয়াছেন ধন তোমারদের থয়লায় আমি
পাইলাম তোমারদের তঙ্কা। তখন সে বাহির করিয়া

২৪ আনিল শিমিয়োনকে তাহাদের কাছে। সে মানুষ
ও তাহাদিগকে যুসফের ঘরে আনিয়া জল দিল
পদ প্রক্ষালন করিতে সে ও দিল তাহার গাধার
২৫ দিগকে দানা। তখন তাহারা নজর প্রস্তুত
করিল দুই প্রহরের তরে যুসফের আইসনের
সময় একারণ তাহারা শুনিল যে তাহারা ভোজন
করিবে সেখানে।

২৬ যুসফ বাটী আইলে তাহারা আনিল সে নজর
তাহার কাছে যাহা আনিয়া ছিল সাতে করিয়া
২৭ পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল তাহাকে। তখন
সে কুশল জিজ্ঞাসা করিল বলিয়া তোমারদের
পিতা কেমন ভাল আছেন সে বৃদ্ধ মনুষ্য যাহার
কথা তোমরা বলিয়াছিলা তিনি এখন জীবত
২৮ আছেন। তখন তাহারা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
তোমার দাস আমারদের পিতা ভাল আছেন
তিনি এখন জীবত আছেন এবং তাহারা মস্তক
২৯ নোয়াইয়া ভগবত করিল। পরে সে দৃষ্টি করিয়া
দেখিল তাহার সহোদর বেনিয়মকে ও বলিল এই
তোমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাহার বিষয় বলিলা
আমাকে তখন বলিল ঈশ্বর অনুগ্রহ করুন
৩০ তোমাকে আমার জায়াল তৎকালে যুসফ ব্যস্ত
হইল তাহার ভ্রাতার উপর অতএব স্থান চেষ্টা করিল
যাইয়া রোদন করিতে পরে চান্দনির মধ্যে প্রবেশ
৩১ করিয়া রোদন করিল সেখানে তৎপরে মুখ ধুইয়া
বাহির হইল এবং শান্ত হইল পরে বলিল ভক্ষা

৩২ রসই করহ। অতএব তাহারা স্বতন্ত্র রসই করিল তাহারদের কারণ ও মিজরীরদের কারণ যাহারা খায় তাহারদের সাতে। মিজরীরা ভোজন করে না ঔব্রিরদের সহিত তাহা মিজরীর
৩৩ দের অনাচার। ও তাহারা বসিল তাহার সন্মুখে জ্যেষ্ঠ তাহার জ্যেষ্ঠত্বানুযায়ি ও কনিষ্ঠ কনিষ্ঠত্বানুযায়ি তাহাতে সে মনুষ্যেরদের পরস্পর আশ্চর্য্য বোধ
৩৪ হইল। সে ও অংশ করিয়া পাঠাইয়া দিল তাহারদের কাছে তাহার সন্মুখ হইতে কিন্তু বেনিয়মের অংশ পাঁচগুন অধিক তাহারদিগ হইতে এবং তাহারা ভোজন পান করিয়া হৃষ্ট হইল তাহার সহিত।

পর্ব্ব ৪৪ পরে আজ্ঞা করিল বাটীর কর্ম্ম কর্ত্তাকে কহিয়া এ লোকেরদের চালা শস্য ভরাও যত বহিতে পারে ও প্রতি জনের তঙ্কা দেহ চালার মুখে আমার পেয়ালা ও সে কণার পেয়ালা দেহ কনিষ্ঠের চালার
৩ মুখে। যুসফের বাক্যানুযায়ি সে তাহা করিল অতএব প্রাতে তাহারা ও তাহারদের গাধারদিগকে
৪ বিদায় পাইল। তাহারা সহরের বাহিরে গেলে কিন্তু অতি দুর নহে যুসফ বলিল তাহার কর্ম্ম কর্ত্তাকে ওঠিয়া যাও তাহারদের পাছে২ ও তাহারদের নিকট ওত্তরিয়া বল সুকর্ম্মের বদলে কুকর্ম্ম করিলা
৫ কেন। এ তাহা নহে যাহাতে আমার মনিব পান করেন সেই ও নিতান্ত যাহাতে গুনিয়া দেন। কুক্রিয়া করিলা তোমরা।

৬ পরে সে তাঁহারদের নিকটে যাইয়া কহিল
৭ সে কথা। তখন তাঁহারা বলিল তাঁহাকে
মহাশয় কেন বলিতেছেন এ প্রকার কথা এ কর্ম্ম
৮ করুন তোমার চাকরের হারাম দেখ যে টাকা
পাইলাম থয়লার মুখে তাহা পুনর্ব্বার আনিয়াছি
তোমার কাঁই কনাঁয়ন দেশ হইতে তবে কি মতে চুরি
করিতে পারি তোমার মনিবের ঘর হইতে রূপা কি
৯ সোনা। তোমার চাকরেরদের যাহার ঠাঁই তাহা
পাওয়া যায় মারিয়া ফেলাও তাহাকে আমরা ও হইব
১০ আমার প্রভুর গোলাম। সে বলিল এখন তোমার
দের কথানুযায়ি হউক যাহার কাছে তাহা পাওয়া যায়
সে হউক আমার দাস কিন্তু তোমরা নির্দ্দোষী।
১১ তখন তাঁহারা তাঁহারদের থয়লা শীঘ্র মৃত্তিকাতে
১২ নামাইয়া খুলিল তারপর সে তল্লাস করিতে
আরম্ভ করিল জ্যেষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্য্যন্ত এবং
১৩ পেয়ালা পাওয়া গেল বেনিমনের থয়লায়। তখন
তাঁহারা পরিচ্ছদ চিরিয়া ফেলিল এবং প্রতি জনের
গাধা লাদাইল ও ফিরিয়া গেল নগরে।

১৪ যিহোদা ও তাঁহার ভ্রাতারা আইল যুসফের বাটীতে
একারণ সে তৎকালে ছিল সেখানে ও তাঁহারা
১৫ সকলেই পড়িল তাঁহার সম্মুখে মৃত্তিকাতে। তখন
যুসফ বলিল তাঁহারদিগকে কি ক্রিয়া করিলা তুমি না
১৬ যে আমার মত মানুষ গণি করিতে পারে। তাহাতে
যিহোদা বলিল আমরা কি বলিব তোমাকে আমার
দের মহাশয় কি কহিব আপনারদিগকে নির্দ্দোষী

জানাইব কেমনে ঈশ্বর জানাইয়াছেন তোমার
চাকরেরদের কুক্রিয়া দেখ আমরা মহাশয়ের গোলাম
আমরা ও সে যাহার কাছে পায়া গেল পেয়ালা।
১৭ সে বলিল ইহা করিতে আমার বাসনা নহে
যাহার কাছে পেয়ালা পায়া গেল সে হইবেক আমার
গোলাম কিন্তু তোমরা কুশলে যাও তোমারদের
পিতার ঠাঁই।

১৮ তখন য়িহোদা তাহার নিকট আসিয়া বলিল
আমার মহাশয় তোমার দাসকে এ কথা কহিতে
দেহ তোমার কর্ণে ও তোমার ক্রোধ প্রজ্বলিত যেন হয়
না তোমার দাসেরদিগের উপর তুমি ফারোওার
১৯ তুল্য। আমার প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার
দাসেরদিগকে তোমারদের পিতা আছে কি ভ্রাতা।
২০ তখন আমরা বলিলাম আমারদের প্রভুর ঠাঁই
আমারদের পিতা আছেন বৃদ্ধ মানুষ ও তাহার
বৃদ্ধাবস্থার পুত্র যে কনিষ্ঠ তাহার ভ্রাতা ও মরিয়াছে
এবং সে কেবল একা আছে তাহার মাতার ও
২১ তাহার পিতা প্রেম করেন তাহাকে। তখন আপনি
বলিলেন তোমার দাসেরদিগকে আনিহ তাহাকে
২২ আমার কাছে আমি দেখিব তাহাকে। আমরা
বলিলাম আমারদের মহাশয়ের কাছে বালক
পিতাকে ছাড়িয়া আসিতে পারে না যদি সে পিতাকে
২৩ ছাড়িয়া আইসে তবে পিতা মরিবেন। পরে তুমি
বলিলা তোমার দাসেরদিগকে তোমারদের কনিষ্ঠ
ভ্রাতা তোমারদের সাঙ্গে আইসন ব্যতিরেক তোমরা

২৪ আর আমার মুখ দেখিবা না। এতদর্থে এই মত
হইল আমরা তোমার দাসেরদের পিতার কাছে
২৫ বলিলাম আমারদের মহাশয়ের কথা। তৎপরে
আমারদের পিতা বলিলেন যাও আরবার আমার
২৬ দের জন্য কিছু ভক্ষ্য ক্রয় করিয়া আনহ। তখন
আমরা বলিলাম আমরা যাইতে পারি না কিন্তু
যদি আমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমারদের সাতে
হয় তবে যাইব আমরা দেখিতে পাইব না সে
মনুষ্যের মুখ আমারদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাতে না
২৭ হইয়া। ও তোমার দাস আমারদের পিতা
বলিলেন আমারদিগকে তোমরা জানহ আমার
২৮ স্ত্রীর হইল দুই পুত্র তাহার এক জন প্রস্থান করিল
আমা হইতে পরে আমি বলিলাম নিতান্ত তাহাকে
কোন বন পশু ছিড়িয়া ফেলিয়াছে ও দেখিলাম না
২৯ তাহাকে তদবধি এখন ইহাকে আমা হইতে লইয়া
গেলে যদি কোন আপদ পড়ে তবে তোমরা কবরে
৩০ আনিবা আমার পক্ক চুল শোকেতে। অতএব
যখন আমরা যাই তোমার দাস আমারদের পিতার
ঠাই ও বালক আমারদের সাতে নহে দেখ তাহার
৩১ প্রাণ বান্ধা আছে বালকের প্রানের সহিত ইহাতে
এই মত হইবেক যখন দেখিবেন বালক নাই
আমারদের সাতে তখন মরিবেন ও তোমার দাসেরা
নামাইবে কবরে তোমার দাসেরদের পিতার
পক্ক চুল শোকেতে তোমার দাস হইয়াছে
৩২ বালকের জামিন তোমার দাসেরদের পিতার কাছে

বলিয়া যদি আমি না আনি তাহাকে তোমার স্থানে
তবে সে অপরাধী থাকিবে আমার ওপর সর্ব্ব
৩৩ কাল। অতএব এখন আমি মাইনা করি তোমাকে
তোমার দাশকে রহিতে দেহ বালকের বদলে
মহাশয়ের গোলাম কিন্তু বালককে যাইতে দেহ তাহার
৩৪ ভ্রাতারদের সাতে কি মতে যাইব আমার পিতার
ওখানে যদি বালক নহে আমার সাতে পাচে আমি
দেখিব সে আপদ যাহা পড়িবেক আমার পিতার
ওপরে।

পর্ব্ব ৪৫ তখন যুসফ ধৈর্য্য করিতে পারিল না সে সকলের
সন্মুখে যাহারা ডাণ্ডাইল তাহার কাছে অতএব
বলিল প্রতি মনুষ্য বাহির হওক আমার এখান
হইতে তাহাতে সেখানে কোন কেহ রহিল না
তাহার সহিত যাবৎ যুসফ আপনাকে জানাইল
২ তাহার ভ্রাতারদের ঠাঁই। তখন সে ক্রন্দন করিল
উচ্চরবে তাহাতে মিজরীয়া ও ফারোউর বাটীর
৩ লোকেরা শুনিল। পরে যুসফ বলিল তাহার
ভ্রাতারদিগকে আমি যুসফ আমার পিতা এখন পর্য্যন্ত
জীবত আছেন। তখন তাহার ভ্রাতারা প্রত্যুত্তর
করিতে পারিল না তাহাকে একারণ তাহারা লজ্জিত
৪ হইল তাহার সন্মুখে। পরে যুসফ বলিল তাহার
ভ্রাতারদিগকে আমি মাইনা করি তোমারদিগকে
আমার নিকটে আইসহ তখন তাহারা তাহার
নিকট আইল। পরে সে বলিল তাহারদিগকে আমি
যুসফ তোমারদের ভাই যাহাকে তোমরা বিক্রয়

৫ করিলা মিসরে অতএব এখন দুঃখিত ও ক্ষুণ্ন হইও
না আমাকে বিক্রয় করণার্থে এ জন্য ঈশ্বর
পাঠাইলেন আমাকে তোমারদের পূর্ব্বে প্রাণ রক্ষা
৬ করনের জন্য। এখন দুই বৎসর হইয়াছে
মন্বন্তর এ দেশে কিন্তু আর পাঁচ বৎসর হবেক
৭ যাহাতে হবে না কৃষি কুত্রাপি কি ফসল। ঈশ্বর
পাঠাইলেন আমাকে তোমারদের পূর্ব্বে রক্ষা
করিতে তোমারদের বংশ পৃথিবীর মধ্যে ও মহা
৮ পরিত্রাণ করিতে তোমারদের প্রাণ। অতএব তোমরা
এ স্থানে পাঠাইলা না আমাকে কিন্তু ঈশ্বর যিনি ও
করিয়াছেন আমাকে এ স্থানে ফারোওার পিতার ন্যায়
ও তাঁহার বাটীর সমস্ত কর্ত্তা ও মিসর সমস্ত
৯ দেশের অধ্যক্ষ। শীঘ্র করিয়া যাও আমার পিতার
ঠাঁই ও বল তাঁহাকে তোমার পুত্র যুসফ এ কথা কহে
ঈশ্বর করিয়াছেন আমাকে মিসর সমস্ত দেশের
কর্ত্তা আইসহ আমার কাছে গৌন করিও না।
১০ ও তোমরা বসতি করহ গশন দেশে তোমরা আমার
নিকটে রহিবা তোমরা ও তোমারদের পুত্র পুত্রী ও
১১ পশুগন সেখানে আমি প্রতিপালন করিব তোমার
দিগিকে একারন এখন আর পাঁচ বৎসর মন্বন্তর
হইবেক তাহা না করিলে পাছে তুমি ও তোমার
পরিজন ও যাহা২ তোমার আছে সমস্ত দীন ভাবা
১২ পর হইবেক। দেখ তোমারদের চক্ষু ও আমার
ভাই বেনিমনের চক্ষু দেখিতেছে যে আমার মুখ ইহা
১৩ কহিতেছে তোমারদিগিকে তোমরা ও বল আমার

পিতাকে আমার সৌভাগ্যের বিষয় মিসরে
ও যে সমস্ত তোমরা দেখিয়াছ অতএব তোমরা
শীঘ্র করিয়া আন যাইয়া আমার পিতাকে
৪৪ এ স্থানে। পরে সে তাহার ভ্রাতা বেনিমনের গলা
ধরিয়া রোদন করিল ও বেনিমন রোদন করিল
৪৫ তাহার গলা ধরিয়া। তাহার আর২ ভ্রাতারদিগকে
ও চুম্বন করিয়া ও রোদন করিল তাহারদের ওপর
তৎপরে তাহার ভ্রাতারা কথা কহিল তাহার সহিত।

৪৬ যুসফের ভ্রাতারদের আইসনের ধ্বনি শুনা গেল
ফারোওার বাটীতে ইহাতে ফারোওা ও তাহার
৪৭ চাকরেরদিগের বহুত হর্ষ হইল। পরে ফারোওা
কহিল যুসফকে বল তোমার ভ্রাতাকে ইহা কর
৪৮ তোমারদের পশুগিন লাদাইয়া যাও কনাঁয়ন দেশে
ও তোমার পিতা ও পরিজন লইয়া আইস আমার
কাছে পরে আমি দিব তোমারদিগকে মিসরের উত্তম
দেশ ও তোমরা ওপভোগ করিবা উত্তম২ ওপসত্ব
৪৯ সে দেশে। এখন আজ্ঞা কর তাহারদিগকে
বল ইহা কর তোমরা রথ লইয়া যাও মিসর হইতে
তোমারদের বালক ও স্ত্রী লোকেরদের কারন এবং
২০ তোমারদের পিতাকে লইয়া আইসহ আর কোন
বস্তুর আবশ্যক নাহি একারন মিসরের সমস্ত
২১ দেশের উত্তম সামগ্রী তোমারদের। অতএব
য়িশরালের পুত্রেরা করিল সে মত এবং ফারোওার

আজ্ঞানুযায়ি যুসফ রথ ও পথ খরচ দিল তাহার
২২ দিগকে সে প্রতি জনকে দিল একং যোড় পরিচ্ছদ
কিন্তু বেনিয়মনকে দিল তিন শত থান রূপা ও পাঁচ
২৩ যোড় পরিচ্ছদ। ও তাহার পিতার কাজে পাঠাইয়া
দিল এই প্রকারে দশ গাধা মিসরের উত্তম সামগ্রী
ও দশ গাধী শস্য ও রুটি ও মাংস বোজ
২৪ হইয়া তাহার পিতার পথ খরচের কারণ। তখন
বিদায় করিল তাহার ভ্রাতারদিগকে বলিয়া সাব
ধান বিরোধি করিও না পথে।

২৫ পরে তাহারা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া আইল
কনাঁয়ন দেশে তাহারদের পিতা যাঁকুবের কাজে
২৬ ও বলিল তাহাকে যুসফ জীবত আছে সে ও
মিসরের এজির তখন যাঁকুব নিরাসা হইল একারণ
২৭ তাহারদের কথা আস্থা করিল না। তাহারা
বলিল যুসফের সমস্ত কথা যাহাং বলিয়াছিল
তাহারদিগকে ও যখন সে দেখিতে পাইল রথ
যাহা যুসফ পাঠাইয়া ছিল লইয়া যাইতে তাহার
দিগকে তখন তাহারদের পিতা যাঁকুবের আত্মা
২৮ সতীব হইল। পরে য়িশরাল বলিল এই প্রচুর
আমার পুত্র যুসফ এখন পর্য্যন্ত জীবত আমি
যাইয়া দেখি তাহাকে মরনের পূর্ব্বে।

পর্ব্ব ৪৬ তারপর য়িশরাল তাহার সমস্ত সহিং প্রস্থান
১ করিয়া বার্শবাঁয় আইল ও বলিদান করিল তাহার
২ পিতা য়িজহকের ঈশ্বরের নামে। রাত্রিতে ঈশ্বর

প্রত্যাদেশে এ কথা কহিলেন ইস্রায়েলকে হে যাঁকুব
৩ যাঁকুব তাহাতে সে বলিল আমি এখানে। তিনি
বলিলেন আমি ঈশ্বর তোমার পিতার ঈশ্বর
ভয় করিও না মিসরে যাইতে আমি তোমাকে
৪ সেখানে করিব বৃহৎ বর্ণ আমি মিসরে যাইব
তোমার সাতে আমি ও নিতান্ত ফিরিয়া আনিব
তোমাকে পুনর্ব্বার এবং যুসফ হস্ত দিবে তোমার
৫ চক্ষে। তখন যাঁকুব উত্থান করিল বার্শবা হইতে
এবং ইস্রায়েলের পুত্রগন লইয়া চলিল তাহার
দের পিতা যাঁকুব ও তাহারদের বালক ও তাহারদের
স্ত্রীরদিগকে সে রথে যাহা ফারোও পাঠাইয়াছিল
৬ লইয়া যাইতে তাহারদিগকে। তাহারা লইল
তাহারদের পশুগন ও যে কিছু সামগ্রী তাহার
দের যনাঁয়ন দেশে পরে মিসরে আইল যাঁকুব ও
৭ তাহার সমস্ত সন্তান তাহার সহিত তাহার পুত্র
পৌত্রগনকে তাহার সাতে তাহার কন্যা পৌত্রী
গন ও তাহার সমস্ত সন্তানকে সাতে ও আনিল
মিসরে।

৮ এই ইস্রায়েলের সন্তানের নাম যাহারা আইল
মিসরে যাঁকুব ও তাহার পুত্রগন রাউবন যাঁকুবের
৯ প্রথম পুত্র। রাউবনের পুত্রগন ক্ষনোখ ও ফলুয়া ও
১০ ক্ষজরন ও যর্ম্মী। শিমওোনের পুত্র য়িমুএল ও য়িমন
১১ ও য়িমিন ও জক্ষর ও শাওল যনাঁয়নী নারীর পুত্র।
১২ লোইর পুত্র গর্শন কহাত ও মরারি। য়িহোদার পুত্র

ঊর ও আঙনন ও শলা ও পরচ ও জরক্ষ কিন্তু ঊর
ও আঙনন মরিল যনাঁয়ল দেশে। পরচের পুত্র
১৩ হচ্রন ও হামূল। য়িশশ্খরের পুত্র তোলা ও পোহা
১৪ য়োব ও শময়রন। জবুলনের পুত্রগণ সরদ ও আলন
১৫ ও য়িল্লীল এ সমস্ত লেয়ার সন্তান যাহা সে প্রসব
হইল যাঁকুব হইতে পদনারমে ও তাহার কন্যা দীনা।
তাহার পুত্র কন্যা সকল সমেত তেত্রিশ প্রাণী।
১৬ গদের পুত্র ছফিয়োন ও হগি ও শোনি ও আজ্বন
১৭ ঊরি ও আরদি ও আরলি। আশরের পুত্র য়িমনা
ও য়িশোহা ও য়িশোই ও বরিঈ ও শরহ তাহারদের
১৮ ভগিনী। বরিঈর পুত্র ও হবর ও মলখীএল।
এ সকল জল্পার সন্তান যাহাকে লবন দিল তাহার
লেয়া কন্যাকে সে প্রসব হইল এ সকল যাঁকুব
হইতে ষোল প্রাণী।
১৯ যাঁকুবের ভার্য্যা রাহেলের পুত্র য়ুসফ ও বেনিয়ন।
২০ মিসরে য়ুসফের পুত্র মনশা ও আফ্রিম যাহার
দিগকে আসনত পোটিফরার কন্যা আসনত
২১ প্রসব হইল তাহা হইতে। বেনিয়নের পুত্র বলা
ও বখর ও আশবল ও গিরা ও নঅমন অহি ও রাশ
২২ ও মপিম ও হপিম এ আর্দ। এ সকল রাহেলের
সন্তান যাহা সে প্রসব হইল যাঁকুব হইতে সমস্তে
চৌদ্দ প্রাণী।
২৩ দনের পুত্র হুশিম। নপ্তলির পুত্র য়িহ্সএল ও গুনি
২৪ ও যহর ও শলিম। এ সকল বলহার সন্তান যাহাকে
২৫ লবন দিল তাহার কন্যা রাহেলকে ও সে প্রসব

হইল এই সমস্ত যাঁকুব হইতে সর্ব্ব সমেত সাত
২৬ প্রাণী। সকল প্রাণী যাহারা গেল যাঁকুবের সাতে
মিসরে যাহারা ওদ্ভব হইল যাঁকুবের অগ্নি
২৭ তাহার পুত্রবধূগন ভাড়া জেমষ্টি প্রাণী। ও
যুসফের পুত্র যাহারা জন্মিল তাহা হইতে মিসরে দুই
২৮ প্রাণী। যাঁকুবের ঘরের সকল প্রাণী যাহারা
আইল মিসরে সত্তরি জন।

২৯ তখন সে পাঠাইল যিহোদা যুসফের কাছে
পথ দেখাইতে ও তাহারা আইল গশনে। তৎকালে
যুসফ তাহার রথ প্রস্তুত করিয়া গশনে চলিল
তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাহার
সম্মুখে যাইবা মাত্রেই পড়িল তাহার গলায় ও তাহার
৩০ গলায় রোদন করিল অনেক্ষন। পরে য়িশরাল
বলিল যুসফকে এখন আমি মরিয়া যাই এখন
আমি দেখিয়াছি তোমার মুখ ও তুমি এখন পর্য্যন্ত
৩১ জীবত। যুসফ বলিল তাহার ভ্রাতা ও তাহার পিতার
বাটীর সকলকে আমি যাইয়া জানাইব ফারোঙাকে
ও বলিব তাহাকে আমার ভ্রাতারা ও আমার পিতার
বাটীর সকলে যাহারা ছিল কনাঁয়ন দেশে তাহারা
৩২ আইল আমার কাছে ও তাহারা মেষ রক্ষক
মনুষ্য তাহারদের ব্যবসার পশু চরান তাহারা
ও আনিয়াছে তাহারদের পশু ও গরু পাল ও যে
৩৩ সমস্ত তাহারদের। যখন ফারোঙা ডাকেন
তোমারদিগকে ও বলেন কি ব্যবসা তোমার

৩৪ দের। তখন বলিও তোমার চাকরেরদের তেজারত
পশুর বিষয় বালাকালাবধি এখন পর্য্যন্ত আমার
ও আমারদের পিতা তাহাতে তোমারা বসতি করিতে
পাইবা গশন দেশে একারণ প্রতি মেষ রক্ষককে
ঘৃণা করে মিচরের লোক।

পর্ব্ব ৪৭ পরে যুসফ আসিয়া বলিল ফারোউাকে আমার
পিতা ও আমার ভ্রাতারা ও তাহারদের ভেড়া মেষের
পাল ও গরুদিগের পাল ও তাহারদিগের সমস্ত
সমেত আসিয়াছে ঘনাঁয়ন দেশ হইতে দেখ তাহারা
২ আছে গশন দেশে। তখন তাহার কতক জন
ভ্রাতারদিগকে সাতে লইয়া তাহারদের পাঁচ জনকে
৩ ফারোউার সন্মুখে দিল। তখন ফারোউা বলিল
তাহার ভ্রাতারদিগকে তোমারদিগের কি ব্যবসা।
তাহারা বলিল ফারোউাকে তোমার চাকরেরা
মেষ রক্ষক দুই আমরা ও আমারদের পিতা।
৪ আর তাহারা বলিল ফারোউার কাছে আমরা
থাকিতে আইলাম এ দেশে ঘনাঁয়ন দেশে বড়
মন্বন্তর হইয়াছে সে কারণ তোমার চাকরেরদের
সে স্থানে পালের ঘাশ অপ্রাপ্য হইল অতএব এখন
আমরা সাবিনা করি তোমাকে তোমার চাকরের
৫ দিগকে বসতি করিতে দেহ গশন দেশে। এতদর্থে
ফারোউা বলিল যুসফকে তোমার পিতা ও
৬ তোমার ভ্রাতারা আসিয়াছে তোমার কাছে মিচর
দেশ তোমার সন্মুখে তোমার পিতা ও ভাইকে

৬ উত্তম স্থানে বসতি করিতে দেহ তাঁহারদিগকে
রহিতে দেহ গোশন দেশে ও তাঁহারদের কাহাকে
চানাক জানিয়া নিযুক্ত করিও আমার পশুগনের কর্ত্তা।
৭ পরে যুসফ তাহার পিতা যাঁকুবকে আনাইয়া বসাইল
ফারোওার সম্মুখে ও যাঁকুব বর দিল ফারোওাকে।
৮ তৎপরে ফারোওা বলিল যাঁকুবকে তোমার কত
৯ বয়ক্রম। যাঁকুব বলিল ফারোওাকে আমার ভ্রমনের
বয়ক্রম এক শত ত্রিশ বৎসর কিঞ্চিৎ ও দুষ্টযি
আমার বয়ক্রম ও অদ্যাপি পাই নাহি আমার পিতৃদের
১০ ভ্রমন প্রমাযুর বৎসর। পরে যাঁকুব ফারোওা
কে বর দিয়া প্রস্থান করিল ফারোওার নিকট হইতে।

১১ তখন যুসফ স্থান দিল তাহার পিতা ও ভ্রাতার
দিগকে সে দিল তাঁহারদিগকে মহপ্রনি মিচর দেশের
উত্তম স্থানে রাম্মসস দেশে যে মত ফারোওা আজ্ঞা
১২ করিয়া ছিল। তৎপরে যুসফ প্রতি পালন করিল
তাহার পিতা ও তাহার ভ্রাতারদিগকে ও তাহার
পিতার বাটীর সকলকে ভক্ষ্য দিয়া তাঁহারদের
পরিজনানুযায়ি।

১৩ সে অত্যন্ত মন্বন্তরের কারনে সমস্ত দেশে ভক্ষ্য
অপ্রাপ্য হইল তাহাতে মিচর ও কনাঁয়ন দেশ ক্ষুন্ন
১৪ হইল মন্বন্তরেরাধে। ও যুসফ একত্র করিল
শস্য বিক্রয় অর্থ যাহা পাইল মিচর ও কনাঁয়ন
দেশ হইতে ও যুসফ আনিল সে সকল অর্থ
১৫ ফারোওার ঘরে। পরে অর্থ শূন্য হইলে মিচর

ও কনানীয় দেশে সকল মিসরীয়রা যুসফের কাছে
আসিয়া বলিল দেহ আমারদিগকে ভক্ষ্য কিমর্থে
মরিব তোমার সম্মুখে আমারদের অর্থ শূন্য
১৬ হইয়াছে। যুসফ বলিল তাহারদিগকে দেহ
তোমারদের পশু ও আমি দিব ভক্ষ্য তোমারদিগের
১৭ পশুর বদলে যদিত অর্থ শূন্য হইয়া থাকে। তখন
তাহারা আনিল তাহারদের পশু যুসফের ঠাঁই
এবং যুসফ দিল তাহারদিগকে ভক্ষ্য ঘোড়া ভেড়া
মেষ ও গবাদি পালের বদলে সে বৎসর খাইতে
দিলেন তাহারদিগকে তাহারদের সমস্ত পশুর
১৮ বদলে। সে বৎসর গত হইলে তাহারা
আইল দ্বিতীয় বৎসর তাহার কাছে ও বলিল
আমরা গোপন করি না আমারদের প্রভু হইতে
আমারদের যে অর্থ তাহা গেল আমারদের
প্রভু ও পাইয়াছেন আমারদের পশু আর কোন
ফিজু বক্রি নাহি কেবল আমারদের শরীর ও
১৯ আমারদের ক্ষেত্র আমরা ও আমারদের ক্ষেত্র
কেন মরিব তোমার গোচরে ক্রয় করহ আমার
দিগকে ও আমারদের ক্ষেত্র ভক্ষ্যের কারণ
ইহাতে আমরা ও আমারদের ক্ষেত্র হইব ফারোউর
গোলাম পরে দানা দেহ তাহাতে আমরা বাঁচি ও
মরি না এবং যেন আমারদের জমিন হবেক না গর
২০ আবাদ। তখন যুসফ ক্রয় করিল মিসরের
সমস্ত ভূমি ফারোউর কারণ মিসরীয়রা বিক্রয়
করিল প্রতি জন তাহার ক্ষেত্র অতিশয় মন্বন্তর

হওনার্থে তাহারদের ওপরে ইহাতে সে দেশ হইল
২১ ফারোওার। পরে সে লোকেরদিগকে লাড়িয়া
আনিল সহরে২ মিজরের এক সীমানা হইতে অন্য
২২ সীমানায় কেবল যাজকেরদের ভূমি কিনিল না।
যাজকেরদের ফারোওার দত্ত বৃত্তি ছিল এবং যে ভক্ষ্য
ভুজ্য ফারোওা দিল তাহারদিগকে তাহা ভোগ করিল
২৩ অতএব বিক্রয় করিল না তাহারদের ভূমি। পরে যুসফ
বলিল লোকেরদিগকে দেখ আমি অদ্য ক্রয় করিয়াছি
তোমারদিগকে এবং তোমারদের ভূমি ফারোওার
কারণ দেখ এই বীজ দিতেছি তোমারদিগকে তোমরা
২৪ বুন যাইয়া ভূমিতে পরে যে ওপসস্ব হইবে
তাহার পঞ্চমাংশ দিতে হবে ফারোওাকে ও
চারি অংশ হবেক তোমারদের ক্ষেত্রের বীজ ও
তোমারদের ভক্ষ্য ও তোমারদের বাটীর লোক ও
২৫ বালকেরদের ভক্ষ্যের কারণ। তাহারা বলিল
তুমি বাঁচাইয়াছে আমারদের প্রান অনুগ্রহ
কর আমারদিগকে প্রভুহে ইহাতে আমরা হইব
২৬ ফারোওার গোলায়। তখন যুসফ করিল মিজরের
ওপর এ ব্যবস্থা সেই দিনাবধি ফারোওা পাইবে
পঞ্চমাংশ কেবল যাজকেরদের ভূমি ফারোওার
হইল না।

২৭ এবং ইস্রাএল বাস করিল মিজর দেশে
তাহাই গশন দেশে ও বৃদ্ধি পাইল তাহাতে অতি
বৃহৎ গোষ্ঠি হইল।

২৮ যাঁকুব ছিল মিসরে সপ্তদশ বৎসর তখন
যাঁকুবের সমস্ত বয়ক্রম একশত সাতচল্লিশ
২৯ বৎসর। যিশরালের মরন সময় নিকট হইল তখন
তাহার পুত্র যুসফকে ডাকিয়া বলিল যদি আমি
পাইয়াছি অনুগ্রহ তোমার ঠাঁই আমি মাইনা করি
তোমাকে তোমার হাত দেহ আমার ওরুর নিচে ও
ক্ষেমা ও শত্যতা পালন করিয়া আমার কবর
৩০ করিও না মিসরে কিন্তু আমি শয়ন করিব আমার
পিতার সাতে অতএব তুমি মিসর হইতে আমাকে
লইয়া যাইয়া তাহারদের কবরে দিও। সে
৩১ বলিল আমি করিব তাহা যাহা বলিয়াছ। তখন
সে বলিল কিরা করহ আমার কাজে অতএব সে
কিরা করিল তাহার কাজে তখন যিশরাল প্রনাম
করিল শয্যার সিয়রের ওপরে।

পর্ব্ব ৪৮ ইহার পরে কেহ কহিল যুসফকে দেখ তোমার
পিতা পীড়িত তাহাতে সে তাহার দুই পুত্র মনশা ও
আফ্রিমকে সাতে লইয়া গেল তখন কেহ সমাচার দিল
যাঁকুবকে দেখ তোমার পুত্র যুসফ আসিয়াছে তোমার
স্থানে তাহাতে যিশরাল অনেক কৈশায় ওঠিয়া বসিল
৩ বিছানার ওপরে। পরে যাঁকুব বলিল যুসফকে
সর্ব্ব শক্তি ঈশ্বর দেখা দিলেন আমাকে লুজাঁয়নের
৪ লোজে ও বর দিলেন আমাকে ও বলিলেন দেখ
আমি করিব তোমাকে ফল পূর্ণ ও বৃহত গোষ্ঠি আমি
ও তুল্যাইব অনেকং লোক তোমা হইতে ও দিব এ দেশ

তোমার সন্তানকে তোমার পরে সর্ব্ব কালের
স্থিরাসের কারণ।

৫ তখন তোমার দুই পুত্র আফ্রিম ও মনশা যাহা
তোমার জন্মিয়াছে মিসরে আমি মিসরে তোমার
কাছে আইসনের পূর্ব্বে তাহারা আমার যেমন
রূবেন ও শিমিওন তেমন তাহারা হবেক আমার
৬ ও তোমার শিশু যাহারদিগকে জন্ম দিবা ইহারদের
পরে হবেক তোমার তাহারদের ভ্রাতারদের সমান
৭ অংশ হবেক তাহারদের। এই আমার বিষয়
আমি পদন হইতে আসিতে রাখেল মরিল আমার
নিকটে কনাঁয়ন দেশে আফ্রতে আসিতে অল্প পথ
থাকিতে এবং আমি তাহার কবর করিলাম আফ্রতের
৮ পথে যে স্থানের নাম এখন বীতলক্ষম। তখন য়িশরাল
য়ুসফের পুত্রেরদিগকে দেখিয়া বলিল ইহারা কারা।
৯ য়ুসফ বলিল তাহার পিতাকে ইহারা আমার পুত্র
যাহারদিগকে ঈশ্বর দিয়াছেন আমাকে এ স্থানে।
পরে য়াঁকুব বলিল আনহ তাহারদিগকে আমার কাছে
১০ আমি বর দিব তাহারদিগকে। তৎকালে বার্দ্ধক্যে
য়িশরালের চক্ষু ক্ষয় দৃষ্টি হইয়াছিল এতদর্থে সুন্দর
দেখিতে পান না এবং য়ুসফ আনিল তাহারদিগকে
তাহার নিকট পরে সে তাহারদিগকে চুম্বন করিয়া
১১ আলিঙ্গন করিল তাহারদের সহিত। তৎপরে
য়িশরাল বলিল য়ুসফকে আমি ভাবিলাম না
তোমার মুখ দেখিতে কিন্তু দেখ ঈশ্বর আমাকে
১২ তোমার সন্তানকে ও দেখাইয়াছেন। তখন য়ুসফ

বাহির করিল তাহারদিগকে তাহার দুই মর্ব্যস্থ
হইতে ও প্রণাম করিল তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
৪৩ পরে যুসফ তাহারদের দুই জনকে লইয়া দিল আফ্রিম
তাহার দক্ষিণে য়িশরালের বামে ও মনশা তাহার
বামে য়িশরালের দক্ষিণে এমনে আনিল তাহার
৪৪ নিকট। তারপর য়িশরাল তাহার দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া
দিল আফ্রিমের মাথায় যে কনিষ্ঠ ও তাহার বাম
হস্ত মনশার মাথায় বিবেচিত মতে হাত ঘুরিয়া
একারন মনশা জ্যেষ্ঠ।

৪৫ পরে সে বর দিল যুসফকে ও বলিল ঈশ্বর যাহার
সম্মুখে আমার পিতৃ আবরহাম কাল কাটাইল
ঈশ্বর যিনি প্রতিপালন করিলেন আমাকে জন্মাবধি
৪৬ আজি পর্য্যন্ত সে দূত যে আমাকে খালাস করিল
সমস্ত দুঃখ হইতে বর দিওন এ বালকেরদিগকে
এবং আমার নাম ও আমার পিতৃ আবরাহাম ও
য়িজহকের নাম হওক তাহারদের নাম এবং তাহার
দিগকে বৃদ্ধি করুন পৃথিবীর ওপর বহুৎ গোষ্ঠিতে
৪৭ মৎস্যের ন্যায়। যুসফ দেখিল যে তাহার
পিতা দক্ষিণ হস্ত দিয়াছিল আফ্রিমের মাথায়
এতদর্থে আফ্রিমের মস্তক হইতে তাহার পিতার
৪৮ হস্ত লাড়াইয়া দেওয়াইল মনশার মস্তকে। ও
যুসফ বলিল তাহার পিতাকে এমত করিও না
পিতা এই জ্যেষ্ঠ তোমার দক্ষিণ হস্ত দেহ ইহার
৪৯ মস্তকে। তখন তাহার পিতা নহি করিয়া বলিল
আমি জানি আমার বাছা আমি জানি সেই হইবেক

বৃহৎ বর্ণ ও সেই হইবেক বড় কিন্তু নিতান্ত ইহার
কনিষ্ঠ ভাই হইবেক ইহা হইতে বড় ও তাহার সন্তান
২০ হইবেক অনেক বর্ণ। পরে সে বর দিল তাহার
দিগিকে সে দিবস বলিয়া তোমারদিগী লইয়া য়িশরালী
বর দিওক কহিয়া ঈশ্বর করুন তোমারদিগিকে
আফ্রিম ও মনশার মত এই মতে রাখিল আফ্রিমকে
২১ মনশার অগ্রে পরে য়িশরাল বলিল যুসফকে দেখ
আমি মরি কিন্তু ঈশ্বর হইবেন তোমার সাতে ও
আরবার আনিবেন তোমারদিগিকে তোমার পিতৃরদের
২২ দেশে আমি দিয়াছি তোমাকে এক অংশ অধিক
তোমার ভ্রাতারদিগী হইতে যাহা আমি লইয়াছি
আমরীরদের হাত হইতে আমার তলোয়ার ও
ধনুক দিয়া।

পর্ব্ব ৪৯ তৎপরে যাঁকুব তাহার পুত্রেরদিগিকে ডাকিয়া
বলিল তোমরা একত্র হও তাহাতে আমি বলিব
১ তোমারদের কি হইবে শেষ দিনে একত্র হইয়া
শুনহ যাঁকুবের পুত্রেরারে ও পরিগ্রহ করহ তোকার
দের পিতা য়িশরালের কথা।

৩ রাউবন তুমি আমার প্রথম পুত্র আমার শক্তি ও
আমার বলের আরম্ভ মহত্ত্বতার উত্তমত্ব ও পরা
৪ ক্রমের উত্তমত্ব। অম্বির জলের মত তুমি জিনিবা না
এ নিমিত্ত গিয়াছিলা তোমার পিতার শয্যায় তখন
অশুচি করিলা শয্যা সে গেল আমার কৌচে।

৫ শিমওন ও লোই দুই ভ্রাতা তরুণা দাইক

৬ অস্ত্র তাহারদের। আরে আমার প্রাণ আসিও না
তাহারদের গুপ্ত কার্য্যে আমার সম্ভ্রমরে তাহারদের
সভার সহিত হইও না তাহারা ক্রোধে বধ
করিল মনুষ্যকে তাহারদের একগুয়াতে তাহারা
৭ ওৎন্যাৎ করিল দেয়াল। তাহারদের রাগ হইল
দুরন্ত ও তাহারদের রোষ কঠিন সে কারন শাঁপ
গ্রস্ত হওক আমি ভিন্ন ভিন্ন করিব তাহারদিগকে
যাকুবে ও ছড়াইয়া ফেলাইব তাহারদিগকে
য়িশরালে।

৮ য়িহোদা তুমি সে যাহার যশ তোমার ভ্রাতারা
করিবেক তোমার হস্ত বিরিবেক তোমার শত্রুরদের
ঘাড় তোমার পিতার শিশু পুনাম করিবেক তোমার
৯ সাক্ষাৎ। য়িহোদা আছে সিংহের বাচ্চা সিকার
ছাড়িয়া আইল আমার পুত্ররে তুমি পুস্থান করিলা।
সে গুড়ি মারিল সে তালি মারিল সিংহের ন্যায় ও
বড় সিংহের প্রায়। কে আছে হেমাতী খোদাইতে
১০ তাহাকে। শীলোর উদয় না হইলে রাজ গুণ
কখন অন্তর হইবেক না য়িহোদা হইতে কিম্বা
ব্যবস্থা কর্ত্তা তাহার পদদ্বয়ের মধ্য স্থল হইতে
১১ তাহাকে লোকেরদের বাচুলাতা হবেক। তাহার
বাচুরা দ্রাক্ষা গাছে বন্ধিয়া ও তাহার গাধীর
বাচুরা অতি ভাল দ্রাক্ষা গাছে সে ধুইল তাহার
পরিচ্ছদ দ্রাক্ষা রসে ও তাহার বস্ত্র দ্রাক্ষার
১২ রক্তে। তাহার চক্ষু রক্তবর্ন দ্রাক্ষা রস পীয়া
ও তাহার দন্ত শুক্ল বর্ন দুগ্ধে।

১৩ জবুলন বসতি করিবে সমুদ্রের কোলের কাছে সে
হবেক জাহাজের কোলের নিমিত্তক তাহার
সীমানা হবেক সীদন পর্য্যন্ত।——

১৪ য়িশশ্বর আছে বলবান গাধা শুইয়া পড়িল দুই
১৫ বোজের মধ্যে সে দেখিল বিশ্রম ভাল ও দেশ
বিলক্ষন অতএব কোঁকড়া করে কাঁধে ভার লইতে
ও হইল খাজানা দাতা।——

১৬ দন বিচার করিবে তাহার লোকেরদিগকে যে মত
১৭ য়িশরালের এক গোষ্ঠি। দন হবে পথের সর্প
ও পথের আড়াই সর্প যে ঘোড়ার খুরে
১৮ তখন সোয়ার ওল্টিয়া পড়ে। আমি অপিক্ষা
করিয়াছি তোমার ত্রানের কারন আরে য়িহুহা।—

১৯ গাদ অনেক লোকে জিনিবেক তাহাকে কিন্তু অন্তে
সে জিনিবে।——

২০ আশর হইতে তাহার হবেক তৈলাক্ত ভক্ষ্য সে
উৎপন্ন করে রাজ যোগ্য উত্তম বস্তু।——

২১ নপ্তলি আছে ছাড়নীয় হরিন সে কহে ভাল
কথা।——

২২ য়ুসফ আছে ফল পূর্ণ সাখা কূপের নিকট যাহার
২৩ ডাল চড়ে কূপের দেয়ালের ওপর। ধনুর্দ্ধরেরা
অতি মনস্তাপিত করিল ও তির মারিল ও ঘৃনা
২৪ করিল তাহাকে। কিন্তু তাহার ধনুক বড় শক্ত
হইল তাহার বাহুর হাত বলবান করা গেল যাঁকুবের
সর্ব্ব শক্তি ঈশ্বরের হস্ত দিয়া সে কারন তিনি
২৫ রক্ষক এবং য়িশরালের প্রস্তর তোমার পিতার প্রভু

হইতে যিনি ওপাগার করিবেন তোমাকে ও সর্ব্ব
শক্তি যিনি বর দিবেন তোমাকে ঊর্দ্ধীয় স্বর্গের
বর দিয়া এবং গভীর যে নিচে আছে তাহার বর
২৬ দিয়া স্তন ও গর্ব্ভের বর দিয়া। তোমার পিতার
বর আমার পিতৃদের আশীর্ব্বাদ হইতে অধিক হইল
সে অনন্ত পর্ব্বতের অতি সীমা পর্য্যন্ত তাহা হবেক
যুসফের মস্তকের উপরে ও তাহার মাথা খুলির উপরে
যে বিভিন্ন হইল তাহার ভ্রাতারদিগ হইতে।
২৭ বেনিয়ন হইবেক ভুখীল কেন্দুয়ার মত প্রাতে সে
ভক্ষন করিবেক সিকার সায়ং কালে পুথকং
করিল সিকার।
২৮ এই য়িশরালের বারো গোষ্ঠি ও এই তাহা যাহা
তাহারদের পিতা কহিল তাহারদিগকে একং জনকে
তাহার আশীর্ব্বাদানুযায়ি বর দিল তাহারদিগকে।
২৯ তৎপরে সে আজ্ঞা করিয়া বলিল তাহারদিগকে
আমি একত্র হই যাইয়া আমার লোকেরদের সাতে
৩০ আমার কবর করিও আমার পিতার সহিত সে
গহ্বরে যাহা ঔফ্রোন ক্ষতীর ক্ষেত্রে সে গহ্বরে যাহা
মম্রাপলার ক্ষেত্রে যাহা সময়রার অর্থ ভাগে কনাঁয়ন
দেশে যাহা আবরহাম ক্রয় করিল ঔফ্রোন ক্ষতী
হইতে ক্ষেত্রের সহিত কবর স্থলের কারন সে
৩১ স্থলে তাহারা আবরহাম ও তাহার জায়া শরার
কবর করিল তাহারা সেখানে য়িজহক ও তাহার
জায়া রবেকার কবর করিল ও সে স্থানে আমি লেয়ার
৩২ কবর করিলাম সে ক্ষেত্র ও গহ্বর যাহা তাহার

৬৬ মধ্যে কেনা হইল ক্ষতীর সন্তানের নাঁই। পরে
যাঁকুব তাহার পুত্রেরদিগকে আজ্ঞা করন সাঙ্গ
করিলে তাহার পাদদ্বয় বিছানায় গোট করিয়া প্রান
ত্যাগ করিয়া একত্র হইল তাহার লোকেরদের
সহিত।

পর্ব্ব ৫০ তখন যুসফ তাহার পিতার মুখের ওপর পড়িয়া
রোদন করিল ও চুম্বন করিল তাহাকে। পরে
যুসফ আজ্ঞা করিল তাহার চাকর বৈদ্যেরদিগকে
মোমিয়া করিতে তাহার পিতাকে তাহাতে বৈদ্যেরা
৩ মোমিয়া করিল য়িশরালকে। তাহারদের কৃতক
দিন মোমিয়া করন ব্যবহার ছিল অতএব চল্লিশ
দিন তাহারা তাহা করিল ও মিজরীয়েরা শোকাবিষ্ট
৪ হইল তাহার কারন সত্তরি দিবস। তৎপরে তাহার
শোক করন দিবস গত হইলে যুসফ কহিল ফারোওার
বাটীর লোকেরদিগকে যদি আমি পাইয়াছি অনুগ্রহ
তোমারদের দৃষ্টিতে আমি সাধিনা করি তোমরা বল
৫ যাইয়া এই কথা ফারোওাকে আমার পিতা কিরা
করাইয়া বলিলেন আমাকে দেখ আমি মরি
আমাকে শোয়াও সে কবরে যাহা আমি খনন
করিয়াছি খনাঁয়ন দেশে অতএব আমি সাধিনা করি
তোমাকে যাইতে দেহ আমাকে আমি যাইয়া
আমার পিতার কবর করিয়া আসিব পুনর্ব্বার।
৬ তাহাতে ফারোওা বলিল যাও তোমার পিতার কবর
করহ তাহার কিরানুযায়ি যাহা করাইয়াছে তোমাকে

৭ তখন যুসফ প্রস্থান করিল তাহার পিতার কবর
করিতে ও তাহার সাতে চলিল ফারোঔর বাটীর
সমস্ত প্রাচীন চাকর ও মিজর দেশের সমস্ত প্রাচীন
৮ লোক যুসফের বাটীর সকলে ও তাহার ভ্রাতার
দিগের ও তাহার পিতার বাটীর সকলে কেবল
তাহারদের বালকেরদিগকে ও তাহারদের অজা
যেষ পাল ও তাহারদের গরুদিগের পাল তাহারা
৯ গশনে ছাড়িয়া গেল। তাহার সাতে চলিল
রথ ও আসোয়ারি তাহাতে অতি বৃহৎ-মানবা
১০ হইল। তাহারা আটদের খলিয়ান যাহা যির্দ্দনের
ও পার তাহাতে ওত্তরিয়া অতি শোকিৎ হইল ও বড়
ক্রন্দন করিল একারন তিনি শোকাচার করিল
১১ তাহার পিতার কারন সাত দিবস এতদর্থে সে
দেশের রাইয়ত খনাঁয়নীই আটদের খলিয়ানে শোক
দেখিয়া বলিল এ মিজরীরদিগের বড় শোকাচার
অতএব তাহারা সে স্থানের নাম রাখিল আবল
১২ মিজরী তাহা যির্দ্দনের ও দিগে। তখন তাহার পুত্রেরা
করিল তাহার সকলে যেমত সে আজ্ঞা করিয়াছিল
১৩ তাহারদিগকে তাহার পুত্রেরাই লইয়া গেল তাহাকে
খনাঁয়ন দেশে ও তাহার কবর করিল সে ক্ষেত্রের গহ্বরে
যাহা আবরহাম ক্রয় করিল ক্ষেতের সহিত কবর
স্থলের কারন ঔফ্রোন ক্ষতীর ঠাই মমরার সম্মুখে।
১৪ যুসফ তাহার পিতার কবর করনের পরে ফিরিল
মিজরে সে ও তাহার ভ্রাতারা ও সে সকলে
যাহারা গিয়াছিল তাহার পিতার কবর করিতে।

১৫ যখন যুসফের ভ্রাতারা দেখিল তাহারদের পিতা
মৃত তখন তাহারা বলিল যুসফ কষ্ট হবেন
আমারদের উপর সে ও অবশ্য দায়া করিবে সে
১৬ কুক্রিয়া যা আমরা করিলাম তাহাকে। পরে তাহারা
হরকরা পাঠাইল যুসফের কাছে বলিতে তোমার
পিতা তাহার মরনের পূর্ব্বে এ আজ্ঞা করিলেন
১৭ এই মত বলিও যুসফকে আমি বলি তোমাকে মাফ
কর তোমার ভ্রাতারদের শাস্ত্রবতা ও তাহারদের
অপরাধি তাহারা কুক্রিয়া করিল বটে তোমার
বিপরিতে এখন আমরা সাবিনা করি তোমাকে মাফ
কর তোমার পিতার ঈশ্বরের দাসেরদের শাস্ত্রবতা।
তখন যুসফ তাহারদের কথা শুনিয়া রোদন করিল।
১৮ তাহার ভ্রাতারা ও যাইয়া পড়িল তাহার সাক্ষাত ও
১৯ বলিল দেখ আমরা তোমার ভৃত্য। তখন যুসফ
বলিল ভয় করিও না আমি কি ঈশ্বরের তুল্য।
২০ তোমরা নিতান্ত ঠাওরাইলা কুক্রিয়া করিতে আমার
বিপরিতে কিন্তু ঈশ্বর করিলেন তাহা ভদ্র তাহাতে
তিনি বাঁচাইয়াছেন অনেক লোকের প্রান যে মত
২১ অদ্য হইয়াছে। অতএব এখন ভয় করিও না আমি
পালন করিব তোমারদিগকে ও তোমারদের লোকের
দিগকে। এই মতে তাহারদিগকে শান্তনা করিয়া
প্রীতি কথা কহিল তাহারদের সহিত।

২২ যুসফ বাস করিল মিসরে সে ও তাহার বাপীর
সকলে ও যুসফ জীবত থাকিল এক শত দশ
২৩ বৎসর। তাহাতে যুসফ দেখিল আফ্রিমের সন্তান

২৪ তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত। এবং যূষফের পুত্র মনশ্শির
শিশুদিগকে ও পালন হইল যূষফের হাটুর উপর।
পরে যূষফ বলিল তাঁহার ভ্রাতাদিগকে আমি মরি
কিন্তু ঈশ্বর অবশ্য দেখা দিবেন তোমাদিগকে ও
এ দেশ হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া লইয়া
যাবেন সে দেশে যাহা কিরা করিয়াছেন অব্রহাম
২৫ ও যিচহাক ও যাকুবের কাছে। তখন যূষফ
যিশ্রায়েলের সন্তানেরদিগেরা এ কিরা করাইল
ঈশ্বর অবশ্য দেখা দিবেন তোমাদিগকে ও তোমরা
২৬ লইয়া যাও আমার অস্থি এখান হইতে। পরে
যূষফ মরিল একশত দশ বৎসর বয়ক্রমে ও তাহারা
ঘুইল তাহাকে সিন্দুকে মিসরে।

যেশায় দ্বিতীয় পুস্তক তাহা বলে যাত্রা।

প্রথম পর্ব্ব।

১ এই সকল য়িশ্রায়েলের সন্তানেরদের নাম যাহারা
আইল মিসরে তাহারা ও তাহারদের পরিজন
২ য়াকুবের সাতে। রাউবন শিমিওন লেই য়িহোদা
৩ য়িশ্সর জবুলন ও বেনিয়ন দন ও নপ্তলি গদ ও
৪ আশর। যে সমস্ত প্রাণী যাঁকুবের অংশে
৫ উদ্ভব হইল সর্ব্ব সমেত সত্তরি প্রাণী কিন্তু যুসফ
৬ ছিল মিসরে তাহার পূর্ব্বে। যুসফ ও তাহার
সমস্ত ভ্রাতারা ও সে সমস্ত পুরুষ মরিল।
৭ তখান য়িশ্রায়েলের সন্তানেরা ফল পূর্ণ ও অতি
বৃদ্ধি ও বৃহত গোষ্ঠি ও অতি শক্তিমন্ত হইল তাহাতে
৮ সে দেশে তাহারা পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে মিসরের
ওপর হইল নূতন রাজা সে চিনিল না যুসফকে।
৯ সে বলিল তাহার লোকেরদিগকে দেখ য়িশ্রায়েলের
সন্তানেরা অধিক শক্তিমন্ত আমারদিগ হইতে
১০ আইস আমরা জ্ঞানী কার্য্য করি তাহারদের সাতে
পাছে ইহারা বৃহত গোষ্ঠি হইবেক ও তারপর যুদ্ধ
হইলে তাহারা আমারদের বৈরগীরদের সহিত
একতা হইবেক ও আমার বিপরিতে যুদ্ধ করিয়া বাহির

১১ হইয়া যাইবে এ দেশ হইতে। অতএব আইস
আমরা নিযুক্ত করিব তাহারদের ওপরে শাসন কর্ত্তা
দুঃখ দিতে তাহারদিগকে তাহারদের কার্য্যে। পরে
ভাণ্ডারের সহর গঠন করিল ফারোওার কারন পতম
১২ ও রাঁমসস। তাহারা অতিরিক্ত দুঃখ দিল তাহার
দিগকে তত্রাপি তাহারা অতিবাদ হইল ও বৃদ্ধি পাইল
ইহাতে তাহারা ব্যস্ত হইল য়িশ্রায়েলের সন্তানের
১৩ কারন। তখন মিজরীয়া পুবর্ত্ত করিল তাহার
১৪ দিগকে কঠিন কার্য্য করাইতে। এবং তাহারা
তাহারদের প্রান তিক্ত করিল কঠিন কর্ম্মে মাটি
চটকান ও ইট ও সকল পুকার পাতি কাযে যে কার্য্য
করাইল তাহারদিগকে তাহা সমস্ত কঠিন কার্য্য
করাইল।

১৫ মিজরের রাজা বলিল ঔত্রি দাইরদিগকে তাহারদের
এক জনের নাম সপ্রা আর এক জনের নাম পোওা
১৬ সেই বলিল যখন তোমরা দাই ক্রিয়া কর ঔবিরদের স্ত্রী
লোকেরদিগকে ও তাহারদিগকে মাচিয়ার ওপরে দেখ
যদি পুত্র সন্তান তবে মারিয়া ফেলাও তাহাকে কিন্তু
১৭ যদিত কন্যা তবে বাঁচাও তাহাকে। সে দাইরা ভয় করিল
ঈশ্বরকে অতএব তাহারা করিল না যে মত মিজরের
রাজা আজ্ঞা করিয়াছিল তাহারদিগকে তাহারা পুত্র
১৮ সন্তান বাঁচাইয়া রাখিল। তখন মিজরের রাজা
সে দাইরদিগকে ডাকিয়া বলিল কেন এমত করিলি
১৯ ও পুত্র সন্তানগন বাঁচাইয়া রাখিলি। দাইরা বলিল
ফারোওাকে ঔব্রি স্ত্রী লোক মিজরিরদের স্ত্রী লোকের

মত নহে তাহারা পরমানন্দে প্রসব হয় দাই
২০ লোকেরদের আইসনের পূর্ব্বে। অতএল ঈশ্বর
ভাল করিলেন দাইরদিগকে সে লোকেরা ও বৃহৎ
২১ গোষ্ঠি এবং বড় শক্তিযুক্ত হইল। সে দাইরা ভয়
করিল ঈশ্বরকে সে কারণ তিনি করিলেন তাহার
২২ দিগকে পরিবার বিশিষ্ট। তখন ফারোওা আজ্ঞা
করিল তাহার সমস্ত লোকেরদিগকে কহিয়া প্রতি
পুত্র সন্তান যাহা জন্মে তাহা নদীতে ফেলাও ও প্রতি
কন্যা সন্তান বাঁচাও।

পর্ব্ব ২ পরে লোইর গোষ্ঠির এক জন যাইয়া বিবাহ করিল
লোইর কন্যা সন্তুতিকে। পরে সে নারী গর্ব্ববতী
হইয়া পুত্র প্রসব হইল তখন সে পুত্রকে বিলক্ষন
৩ দেখিয়া গোপনে রাখিল তিন মাস। কিন্তু যখন
আর গোপনা করিতে পারিল না তাহাকে তখন সে
গঠন করিল একটা পাতির ডোঙ্গা ও বিনায় লেপিল
পরে রাখিল সে শিশু তাহার মধ্যে এবং থুইল
৪ তাহাকে নদীর কিনারায় নল বনে। তাহার ভগিনী
কতক দুরে তাগুাইয়া দেখিতে লাগিল তাহার কি
হইবে।

৫ তখন ফারোওার কন্যা আইল নদীতে স্নান করিতে
এবং তাহার দাসীগন গতায়ত করিতে লাগিল
নদীর কিনারায় তৎকালে ফারোওার কন্যা সে
ডোঙ্গা নল বনে দেখিয়া তাহার দাসীরদিগকে
৬ পাঠাইয়া দিল তাহা আনিতে পরে তাহা খুলিয়া

দেখিল এক বালক ও দেখে সে কাঁচা জাওয়াল ক্রন্দন
করিতে লাগিল তখন তাহার দয়া উপস্থিত হইল
তাহার উপর তাহাতে বলিল এ ইব্রির এক বালক।
৭ তখন তাহার ভগিনী বলিল ফারোওঁর কন্যাকে আমি
যাইয়া ডাকি ইব্রি নারী এক জন এ বালককে প্রতি
পালন করিতে এবং স্তন পান করাইতে তোমার
৮ কারণ। ফারোওঁর কন্যা বলিল যাও তখন
৯ সে যাইয়া ডাকিল বালকের মাতাকে। পরে
ফারোওঁর কন্যা বলিল তাহাকে এ বালক লইয়া প্রতি
পালন করহ আমার কারণ ইহার মাহিনা আমি দিব
তোমাকে তখন সে নারী বালককে লইয়া প্রতি পালন
১০ করিল। পরে সে বালক বড় হইলে সে আনিল
ফারোওঁর কন্যার কাছে ও সে হইল তাহার পুত্র
সে ও তাহার নাম রাখিল মোশা সে বলিল
আমি টানিয়া আনিলাম তাহাকে জল হইতে।

১১ সে কালে এই মত হইল মোশা বড় হইলে তাহার
ভ্রাতারদের কাছে যাইয়া দেখিল তাহারদের
১২ বোঝা এবং এক জন মিসরীকে দেখিল প্রহার
করিতেছে তাহার ইব্রীয় এক ইব্রিকে। সে এ দিগে
ও দিগে দৃষ্টি করিয়া দেখিল আর কেহ নাহি
তখন সে মিসরীকে মারিয়া ফেলিল ও ঢাকিয়া
১৩ রাখিল বালুকায়। পরে সে দ্বিতীয় দিবসে যাইয়া
দেখিল দুই জন ইব্রি বিরোধি করিতেছে অতএব
বলিল তাহাকে যে অন্যায় করিল কিমর্থে মারিয়াছ

১৪ তোমার অন্তরদিকে। সে বলিল কে করিল
তোকে কর্ত্তা ও বিচার কর্ত্তা আমারদিগের উপরে
আমাকে বধ করিতে চাওরিতেছিস যেমত বধ
করিয়া ছিলি মিজরীকে ইহাতে মোশা ভীত হইয়া
১৫ ভাবিল নিতান্ত ইহা প্রচার হইয়াছে। ফারোওা
তাহা শুনিয়া চাওরিল মারিয়া ফেলাইতে মোশাকে
কিন্তু মোশা পলাইল ফারোওার সন্মুখে হইতে ও
মদীন দেশে যাইয়া বসিলেন এক কূপের কিনারায়।
১৬ মদীনের যাজকের ছিল সাত কন্যা ও তাহারা আইল
জল তুলিতে এবং পাত্রলা পূরিল তাহারদের
১৭ পিতার পালের কারণ। অন্যং মেষ রক্ষকেরা
আসিয়া খেদাইয়া দিল তাহারদিগকে তখন মোশা
উঠিয়া তাহারদের উপকার করিল ও জল পান
১৮ করাইল তাহারদের পালকে। পরে তাহারা
তাহারদের পিতা রউএলের কাছে গেলে সে বলিল
১৯ অদ্য তোমরা কেন এত শীঘ্র আইলা। তাহারা
বলিল এক জন মিজরী ছাড়াইয়া দিল আমারদিগকে
মেষ রক্ষকেরদের হাত হইতে এবং বিস্তর জল ও
২০ তুলিয়া দিল আমারদের পালকে। তৎপরে সে বলিল
তাহার কন্যারদিগকে কোথায় সে কেন তোমরা
ছাড়িয়া আইলা তাহাকে ডাক তাহাকে সে আসিয়া
২১ ভোজন করুক। ইহাতে মোশা স্বীকার করিল
সে লোকের সহিত বাস করিতে তখন সে মোশার
২২ বিবাহ দিলেক তাহার কন্যা জপ্পরার সহিত। ও

সে এক পুত্র প্রসব হইলে তাহার নাম রাখিল
গর্শম এক্কারণ বলিল আমি হই বিদেশী
দেশে।

২৩ বহু দিনের পরে মিসরের রাজার মরণ হইল
পরে ইস্রায়েলের সন্তানেরা কোঁকাইল সে গোলা
মির কারণ ও তাহারা হাহাকার করিল এবং তাহা
দের গোলামির নিমিত্তের হাহাকার গেল ঈশ্বরের
২৪ কাছে। এতদর্থে ঈশ্বর শুনিলেন তাহারদের
ক্রন্দন ও ঈশ্বরের মনে হইল আব্রহাম ও যিসহাক
২৫ ও যাঁকুবের সহিত যে বন্দবস্ত ছিল। তখন ঈশ্বর
দৃষ্টি করিলেন ইস্রায়েলের সন্তানের উপর ও
মনযোগ করিলেন তাহারদের প্রতি।

পর্ব্ব ৩ মোশা তাহার শ্বশুর মদীনের যাজক যিত্রোর মেষ
রক্ষক হইল ও তাহার পাল চলাইল বনের অন্ত দিগে
২ এবং গেল ঈশ্বরের পর্ব্বত হোরবের সান্নিধ্যে। তৎ
কালে যিহুহার দূত প্রকাশ হইল তাহার কাছে এক
ঝোপে অগ্নির শিখার মধ্যে ও সে দেখিতে২ দেখিল
৩ যে ঝোপ পুড়িতেছে কিন্তু নষ্ট নহে। তাহাতে মোশা
বলিল আমি এখন ঐদিগে যাইয়া দেখিব এ মহাকর্ম্ম
৪ ঝোপ কেন পুড়িয়া যায় না। যখন যিহুহা দেখিলেন
মোশা ফিরিল তাহা দেখিবার কারণ তখন ঈশ্বর
ডাকিলেন তাহাকে ঝোপে থাকিয়া মোশারে
৫ সে বলিল আমি এখানে। তিনি বলিলেন ইহার

নিকট আইস না তোমার পায় জুতা খোল যে
৬ স্থানে তাণ্ডাইতেছ তাহা শুদ্ধ ভূমি। পুনর্ব্বার
ঈশ্বর বলিলেন আমি তোমার পিতৃর ঈশ্বর
আব্রহামের ও যিশ্হকের ও যাঁকুবের ঈশ্বর। তখন
মোশা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভয় করিয়া
৭ মুখ ঢাকিল। যিহোবা বলিলেন আমি নিতান্ত
দেখিয়াছি আমার লোকেরদের দুঃখ যাহারা মিসরে
আছে ও শুনিয়াছি তাহারদের ক্রন্দন শাসন
কর্ত্তার ক্রিয়াতে আমিই জানি তাহারদের দুঃখ
৮ এবং নামিয়াছি তাহারদিগকে মুক্ত করিতে মিসরীয়
দের হাত হইতে ও বাহির করিয়া আনিতে তাহার
দিগকে সে দেশ হইতে এক ভাল ও পরিসর দেশে যে
মধু দুগ্ধ পূর্ণ যনাঁয়নী ও হত্তী ও আমরী ও পরজী
৯ ও হোঈ ও যিবূশীরদের স্থানে। অতএব দেখ
এখন যিশ্রায়েলের সন্তানেরদের ক্রন্দন আইল আমার
কাছে আমি ও দেখিতেছি সে সকল অত্যাচার যাহা
১০ মিসরীয়েরা অত্যাচার করিতেছে তাহারদিগকে। অতএব
এখন আইস আমি পাঠাইব তোমাকে ফারোণার
নিকটে তাহাতে তুমি মিসর হইতে বাহির করিয়া
আনিবা আমার লোক যিশ্রায়েলের সন্তানেরদিগকে।
১১ পরে মোশা বলিল ঈশ্বরকে আমি কে যে আমি
যাইব ফারোণার কাছে ও বাহির করিয়া আনিব
১২ যিশ্রায়েলের সন্তানেরদিগকে মিসর হইতে। তিনি
বলিলেন সত্যই আমি থাকিব তোমার সঙ্গে এই
হইবেক তোমার একটী চিহ্ন যে আমি পাঠাইতেছি

তোমাকে তুমি মিসর হইতে লোকেরদিগকে বাহির
করিলে পর ঈশ্বরের ভজনা করিবা এ পর্ব্বতে।
১২ তৎপরে মোশা বলিল ঈশ্বরকে দেখ যখন আমি
যাই যিশ্রায়েলের সন্তানেরদের কাছে ও বলি তাহার
দিগকে তোমারদের পিতৃরদের ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন
আমাকে তোমারদের কাছে যদিত তাহারা বলে তাহার
১৩ নাম কি তবে আমি কি বলিব তাহারদিগকে। তখন
ঈশ্বর বলিলেন মোশাকে আমি যাহা হই তাহা হই।
তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন এই মত বল যিশ্রায়েল
সন্তানেরদিগকে অহং-ভবামি পাঠাইয়াছেন আমাকে
১৪ তোমারদের কাছে। পুনর্ব্বার ঈশ্বর বলিলেন
এই মত বল যিশ্রায়েল সন্তানেরদিগকে যিহোবা
তোমারদের পিতৃরদের ঈশ্বর আবরহাম যিজহাক ও
যাকুবের ঈশ্বরই পাঠাইয়া দিয়াছেন আমাকে তোমার
দের কাছে এ আমার নাম সদাকাল এ আমার
১৫ স্মরণার্থে সমস্ত পুরুষানুক্রমে এক্ত্র কর যাইয়া
যিশ্রায়েলের প্রধান লোকেরদিগকে ও বলিও তাহার
দিগকে যিহোবা তোমারদের পিতৃর ঈশ্বর আবরহাম
যিজহাক ও যাকুবের ঈশ্বরই প্রকাশ হইলেন আমার
কাছে ও বলিলেন আমি নিতান্ত দেখিয়াছি তোমার
দিগকে ও দেখিতে পাইয়াছি যাহা হইল তোমারদের
১৬ ওর মিসরের মধ্যে আমি ও বলিয়াছি আমি
বাহিরে আনিব তোমারদিগকে মিসরের দুঃখ হইতে
আমোরীয়ের ও কনানীয়ের ও হিত্তীয় ও পরিষীয় ও হিব্বীয়
ও যিবূষীয়েরদের দেশে যে দেশ দুগ্ধ মধুতে পূর্ণিত

১৮ আজে। এবং তাহারা মানিবেক তোমার কথা
পরে তুমি আসিবা তুমি ও যিশ্রায়েলের প্রধানেরা
মিজরের রাজার কাছে তখন বল তাহাকে যিহুহা
ইব্রির ঈশ্বর দেখা দিয়াছেন আমারদিগকে এখন
আমরা মাইনা করি তোমাকে যাইতে দেহ আমার
দিগকে তিন দিবসের পথ অরণ্যে সে স্থানে আমরা
বলিদান করিব আমারদের ঈশ্বর যিহুহার কাছে।
১৯ ইহা আমি জানি মিজরের রাজা যাইতে দিবেক না
২০ তোমারদিগকে বটে পরাক্রান্ত হস্ত দিয়া নহে। পরে
আমার হাত বাড়াইয়া মারিব মিজর আমার সমস্ত
আশ্চর্য্য করিয়া যাহা আমি করিব তাহার মধ্যে
তৎপরে সে বিদায় করিয়া দিবেক তোমারদিগকে।
২১ আমি দিব কৃপা এই লোকেরদিগকে মিজরীয়দিগের
দৃষ্টে এবং যখন তোমরা প্রস্থান কর তখন রিক্ত
২২ হস্তে যাবা না কিন্তু প্রতি নারী ধন করিয়া
লইবেক তাহার প্রতিবাসী ও তাহারদিগ হইতে
যাহারা বসতি করে তাহারদের বাটীতে রূপার
অলঙ্কার এবং স্বর্ণ অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ ও তোমরা
তা পরাইবা তোমারদের পুত্র কন্যাকে ও তোমরা
নষ্ট করিবা মিজরীয়দিগকে।

পর্ব্ব ৪ তখন মোশা প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল দেখ তাহারা
৪ আস্থা করিবেক না আমাকে ও মানিবেক না
আমার কথা তাহারা বলিবেক যিহুহা প্রকাশ হন
২ নাহি তোমার কাছে। পরে যিহুহা বলিলেন ও
৩ কি তোমার হস্তে। সে বলিল আসাবাড়ি। তিনি

বলিলেন তাহা মৃত্তিকায় ফেলিয়া দেহ তাহাতে সে
তাহা মৃত্তিকায় ফেলিলে সর্প হইল তখন মোশা
৪ পলায়ন করিল তাহার সম্মুখ হইতে। পরে
য়িহুহা বলিলেন মোশাকে তোমার হস্ত বিস্তার
করিয়া ধর তাহার লাঙ্গুল অতএব সে তাহার হস্ত
বিস্তার করিয়া ধারণ করিল তাহা ও তাহা পুনর্ব্বার
৫ আসাবাতি হইল তাহার হস্তে ইহাতে তাহারা
আস্থা করিবেক যে য়িহুহা তাহারদের পিতার ঈশ্বর
আবরহাম ও য়িজক্বক ও য়াঁকুবের ঈশ্বরই প্রকাশ
হইয়াছেন তোমার কাছে।

৬ তারপর য়িহুহা পুনর্ব্বার বলিলেন তাহাকে
তোমার হস্ত দেহ তোমার বক্ষে সে তাহার বক্ষে হস্ত
দিল পরে হস্ত তুলিলে দেখ তাহার হস্তে পামর
৭ হইল বরফের ন্যায়। তিনি বলিলেন পুনর্ব্বার
তোমার হস্ত দে তোমার বক্ষে সে পুনর্ব্বার তাহার
বক্ষে হস্ত দিল এবং বক্ষ হইতে তুলিলে দেখ
৮ পুনর্ব্বার হইল তাহার অঙ্গের ন্যায়। এই মত
হইবেক যদি তাহারা আস্থা করিবেক না তোমাকে
ও মানিবেক না সে প্রথম চিহ্নের রব তবে তাহারা
৯ আস্থা করিবেক দ্বিতীয় চিহ্নের রব এই মত হইবেক
যদি তাহারা দুই চিহ্ন আস্থা না করিবেক ও
মানিবে না তোমার কথা তখন নদীর কিঞ্চিত জল
লইয়া ছড়াইয়া দিও শুষ্ক মৃত্তিকার ওপর এবং যে
জল লইবা নদী হইতে তাহা রক্ত হইবেক শুষ্ক
মৃত্তিকার ওপরে।

১০ তৎপরে মোশা বলিল য়িহুহাকে ওহে আমার
ভগবান আমি বাচক বক্তা নহি এ সময়ের
পূর্ব্বে নহে ও তুমি তোমার দাসের সহিত কথা
কহনের পরে ও নহে কিন্তু আমি হই ধীর বক্তা ও
১১ ধীর জুহ্বা। তারপরে য়িহুহা বলিলেন তাহাকে
কে নির্ম্মান করিয়াছে মনুষ্যের মুখ কি কে করে
গোঙ্গা কি বধির কি শুদর্শক কি অন্ধ আমি য়িহুহা
১২ তাহা করি নাই। অতএব এখন যাও আমি থাকিব
তোমার মুখেতে এবং শিখাইব তোমাকে যাহা
১৩ করিতে জুয়ায়। পরে মোশা বলিল আরে আমার
ভগবান আমি মাবিনা করি তোমাকে পাঠাইয়া দেহ
১৪ তাহাকে যাহাকে পাঠাইতে তোমার ইচ্ছা। তখন
য়িহুহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল মোশার ওপর ও তিনি
বলিলেন লোঙ্গি আহারন তোমার ভাই নহে আমি
জানি সে কহিতে পারে ভাল দেখ সে ও আগে
আসিতেছে দেখা করিতে তোমার সাতে ও তোমাকে
১৫ দেখিলে অন্তঃকরনে আহ্লাদ হবেক। তুমি বল
তাহাকে এবং কথা দিও তাহার মুখে আমি
থাকিব তোমার ও তাহার মুখেতে এবং শিখাইব
১৬ তোমারদিগকে কি করিতে জুয়ায় সে হইবেক
তোমার বক্তা লোকেরদের কাছে সেই হইবেক
তোমার মুখের বদলি ও তুমি হইবা তাহার কাছে
১৭ ঈশ্বরের বদলি। তুমি হাতে করিয়া লও তোমার
আসা বাতী যাহা দিয়া করিবা সে চিহ্ন।

১৮ তৎপরে মোশা চলিল ও ফিরিয়া গেল তাহার

শ্বশুর যিত্রোর কাছে ও বলিল তাহাকে আমি
আর বিনা করি যাইতে দেই আমাকে আমার
ভ্রাতারদের কাছে যাহারা মিসরে তাহারদিগকে
দেখিতে তাহারা জীবত আছে কি না। তাহাতে যিত্রো
১৯ বলিল মোশাকে সকুশলে যাও। পরে যিহুহা
বলিলেন মোশাকে মদ্যন দেশে আইস ফিরিয়া
যাও মিসর দেশে সে সকল লোক মরিয়াছে
২০ যাহারা তোমার প্রান লইতে চাহিল। তখন মোশা
তাহার স্ত্রী ও পুত্র লইয়া গাধায় চড়াইল ও ফিরিয়া
গেল মিসরে এবং হাতে করিয়া লইল ঈশ্বরের
২১ আজ্ঞাবাক্যি। এবং যিহুহা বলিলেন মোশাকে
তুমি মিসরে ফিরিয়া গেলে পর সে সমস্ত আশ্চর্য্য
ক্রিয়া ফারোআর সাক্ষাতে যাহা আমি দিলাম তোমার
হস্তে কিন্তু আমি করিব তাহার অন্তঃকরণ কঠিন
২২ তাহাতে লোকেরদিগকে যাইতে দিবেক না। ফারো
তার ঠাঁই কহ এমত বলেন যিহুহা যিশরাল আমে
২৩ আমার পুত্র আমার প্রথম পুত্রই আমি বলি তোমাকে
আমার পুত্রকে যাইতে দেহ আমার সেবা করিতে
তুমি তাহাকে আটক করিলে দেখ আমি মারিয়া
ফেলাইব তোমার পুত্রকে যে তোমার প্রথম জন্মিত।
২৪ এবং এই মত হইল পথের সরায়ের মধ্যে যিহুহা
দেখা দিলেন এবং বধ করিতে উদ্যত হইলেন
২৫ তাহাকে। তখন সিপ্পরা পাথর লইয়া তাহার
পুত্রের লিঙ্গের চামড়া কাটিয়া ফেলাইল মোশার
পায় বলিয়া নিতান্ত তুমি আমার খুনি ভাতার।

২৬ তখন তিনি প্রস্থান করিলেন তাঁহার কাছ হইতে
এবং তৎক্ষেদের কারণ সে বলিল তাহাকে
খুনী ভর্ত্তা।

২৭ য়িহুহা বলিলেন আহারনকে অরণ্যে যাইয়া
দেখা করহ মোশার সহিত পরে সে যাইয়া দেখা
করিল তাহার সহিত ঈশ্বরের পর্ব্বতের নিকট ও
২৮ চুম্বন করিল তাহাকে। তখন মোশা কহিল
আহারনকে য়িহুহার সমস্ত কথা যিনি পাঠাইয়া
ছিলেন তাহাকে ও সমস্ত চিহ্ন দেখাইল যাহা তিনি
আজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহাকে।

২৯ মোশা এবং আহারন যাইয়া একত্র করিল
য়িশরালের সমস্তই শন্তানের প্রাচীনেরদিগকে।
৩০ এবং আহারন কহিল সমস্ত কথা যাহা য়িহুহা
কহিয়া ছিলেন মোশাকে ও করিল সে চিহ্ন
৩১ লোকেরদের সাক্ষাতে। তাহাতে লোকেরা আস্থা
করিল ও যখন তাঁহারা শুনিল যে য়িহুহা দেখা দিয়া
ছিলেন য়িশরালের সন্তানদিগকে ও দৃষ্টি করিয়া
ছিলেন তাঁহারদের দুঃখে তখন তাঁহারা ভূতল
করিয়া ভজনা করিল।

পর্ব্ব ৫ তৎপরে মোশা এবং আহারন যাইয়া বলিল
ফারোতাকে এই মত কহেন য়িহুহা য়িশরালের
ঈশ্বর আমার লোকেরদিগকে যাইতে দেহ তাঁহারা
অরণ্যে যাইয়া পর্ব্ব করনের নিমিত্ত আমার
২ কারণ। তখন ফারোতা বলিল য়িহুহাকে যে

আমি তাহার কথা মানিয়া ইশ্রায়েলদিগকে
যাইতে দিব আমি যিহুহাকে জানি না আমি ও
৩ যাইতে দিব না ইশ্রায়েলদিগকে। পরে তাহারা
বলিল ইব্রিদের ঈশ্বর দেখা দিয়াছেন আমারদিগকে
আমরা মাইনা করি তোমাকে যাইতে দেহ আমার
দিগকে তিন দিনের পথ অরণ্যে বলিদান করনের
জন্য আমারদের ঈশ্বর যিহুহার কাছে পাছে তিনি
পড়িবেন আমারদের উপরে মড়ক কি তলোয়ারে।
৪ পরে মিজরীর রাজা বলিল তাহারদিগকে মোশা ও
আহারনেরে তোরা কেন লোকেরদিগের কার্য্যের
৫ ভঙ্গ কর তোরা যা আপনারদের কার্য্যে। ফারোও
ও বলিল এ দেশের অনেক লোক আছে তোরাও
জাড়াইয়া দিতেছিস তাহারদের কায হইতে।
৬ সেই দিন ফারোও আজ্ঞা করিল লোকের
৭ দিগের কর্ম্ম কর্ত্তা ও শাসন কর্ত্তাকে কহিয়া এ
লোকেরদিগকে পাটিয়াল বানাইবার জন্য মত
দিও না যে মত পূর্ব্বে এখন তাহারা যাইয়া কুটা
৮ তমা করুক আপনারদের কারন। ও পাটিয়ালের
বরাওদ্দ যেমত বানাইল পূর্ব্বে সেই বরাওদ্দ
করাহ তাহারদের উপরে তোমরা তাহা কমি
করিও না তাহারা আলিস্য অতএব কহিতেছে
আমারদের ঈশ্বরের কাছে বলিদান করনার্থে যাইতে
৯ দেহ আমারদিগকে সে লোকেরদিগকে অধিক
কায দেহ তাহারা মেহনত করনার্থে তাহাতে
১০ বেহুদা কথা বিশ্বাস করুক না তাহারা। পরে

সে লোকেরদের কর্ম্ম কর্ত্তা ও শাসন কর্ত্তা যাইয়া
বলিল তাহারদিগকে এমত বলিলেন ফারোও আমি
১১ দিব না কুটী তোমারদিগকে যা তোরা কুটী আনগা
যে স্থানে পাইতে পারিস ইহাতে তোরদের কায
১২ কিঞ্চিৎ কমি হবে না। তখন সে লোকেরা চড়াইয়া
পড়িল মিসর সমস্ত দেশেতে নাড়া কুড়াইতে
১৩ খড়ের বদলে। এবং শাসন কর্ত্তা তাগাদা করিল
তাহারদিগকে বলিয়া পূর্ণ কর তোমারদের কায
তোমারদের রোজানি কায যেমত করিলি কুটী
১৪ থাকিতে। তখন য়িশরালের সন্তানেরদের যাহাকে
ফারোওর পক্ষের কর্ম্ম কর্ত্তা নিযুক্ত করিল তাহার
দের ওপরে মারি যাইল ও জিজ্ঞাসিত হইল
কিমর্থে তোরদের পাটিয়ান বানাইবার বরাওদ্দ
পূর্ণ করিলি না পূর্ব্ব যত কল্য কি অদ্য।
১৫ তখন য়িশরালের সন্তানেরদের শাসন কর্ত্তা
আসিয়া নালিস করিল ফারোওর কাছে বলিয়া
১৬ কিমর্থে এমন কর তোমার দাসেরদিগকে। তোমার
দাসেরদিগকে কুটী দেওা হয় না এবং তাহারা বলে
আমারদিগকে ইট বানাও দেখ তোমার দাসেরা
মারি যাইয়াছে কিন্তু তকসির তোমার লোকেরদের।
১৭ কিন্তু সে বলিল তোরা অলিস্য তোরা আলিস্য অতএব
বলিতেছিস যাইতে দেহ আমারদিগকে বলিদান
১৮ করিতে য়িহুহার কাছে অতএব এখন কায কর
যাইয়া কুটী দেওা যাবেক না তোরদিগকে কিন্তু তোরা
১৯ ইট দিবি বরাওদ্দ মত। তখন য়িশরালের সন্তানের

দের শাসন কর্ত্তা তাহারদের রোজানি কাজের ইষ্ট
বরাওর্দ্দ কমি না হওনের কথা শুনিয়া ধাঁকর দেখিল।
২০ পরে তাহারা ফারোওার নিকট হইতে আইসন
কালে মোশা ও আহারনের দেখা পাইল যাহারা
২১ পন্থে ডাণ্ডাইতেছিল। ও তাহারা বলিল তাহার
দিগকে য়িহুহা তোমারদের ওপর দেখিয়া বিচার করুন
তোমরা দুর্নিং করাইয়াছ আমারদিগকে ফারোওা
ও তাহার লোকেরদের সন্মুখে যে যত তলোয়ার
দিয়াছ তাহারদের হাতে মারিয়া ফেলাইতে আমার
২২ দিগকে। এবং মোশা ফিরিয়া গেল য়িহুহার
কাছে ও বলিল ওহে ভগবান কিমর্থে এ মত তাড়না
দিয়াছ এ লোকেরদিগকে কি কারন পাঠাইয়াছ
২৩ আমাকে। যদবধি আমি আসিয়াছি ফারোওার কাছে
বলিতে তোমার নামে তদবধি সে তাড়না দিতেছে
এ লোকেরদিগকে তুমি ও তোমার লোকেরদের
কিছুই পরিত্রান না করিয়াছ।

পর্ব্ব ৬ তখন য়িহুহা বলিলেন মোশাকে এখন তুমি
দেখিবা আমি কি করিব ফারোওাকে সে শক্ত
হস্তে চাড়িয়া দিবে তাহারদিগকে এবং শক্ত
হস্তে খেদাইয়া দিবে তাহারদিগকে তাহার দেশ
২ হইতে। পুনর্ব্বার ঈশ্বর কহিয়া বলিলেন তাহাকে
৩ আমি য়িহুহা আমি সর্ব্ব শক্তি পুভু নামে
প্রকাশ হইলাম আব্রহামে ও য়িজহক্ক ও যাঁকুবের
ঠাঁই কিন্তু আমার য়িহুহা নামে জানাইলাম না তাহার

৪ দের কাছে। আমি ও আমার বন্দুবস্ত স্থির
করিলাম তাহারদের সহিত তাহারদিগকে দিতে
কনাঁয়ন দেশ তাহাই তাহারদের ভ্রমনের দেশ
৫ যাহার মধ্যে তাহারা ছিল প্রবাসী এখন আমি ও
শুনিয়াছি য়িশরালের সন্তানেরদের কাতর রব যাহার
দিগকে মিজরীরা দাসত্ব কার্য্যে রাখিয়াছে এবং
৬ আমার বন্দুবস্ত মনে পাইয়াছি অতএব বল যাইয়া
য়িশরালের সন্তানেরদিগকে আমি য়িহুহা আমি
অবশ্য ছাড়াইয়া দিব তোমারদিগকে মিজরীরদের
ভারের নিচ হইতে আমি ও পরিত্রান করিব তোমার
দিগকে তাহারদের দাসত্ব হইতে এবং হস্ত
বিস্তার করিয়া ও মহা বিচার করিয়া মুক্তা করিব
৭ তোমারদিগকে। আমি লইব তোমারদিগকে
আপনার লোকের কারন আমি হইব তোমারদের
ঈশ্বর ও তোমরা জানিবা যে আমিই য়িহুহা তোমার
দের ঈশ্বর যে ছাড়াইয়া আনিলাম তোমারদিগকে
৮ মিজরীরদের ভারের নিচে হইতে এবং আমি আনিব
তোমারদিগকে সে দেশে যাহার বিষয় কিরা
করিলাম দিতে আবরহাম ও য়িচহক ও য়াঁকুবকে
আমি ও তাহা দিব তোমারদিগকে অধিকারের
কারন আমি য়িহুহা।

৯ তৎপরে মোশা এই মত কহিল য়িশরালের
সন্তানেরদিগকে কিন্তু তাহারা শুনিল না মোশার কথা
১০ প্রানের যাতনা ও দুরন্ত দাসত্বের কারন। পুনর্ব্বার
১১ য়িহুহা কহিলেন এ কথা মোশাকে তুমি যাইয়া

মিসরের রাজা ফারোওকে বল যিশরায়েলের
সন্তানেরদিগকে ছাড়িয়া দিতে তাহার দেশ হইতে।
১২ তখন মোশা এ কথা কহিল যিহোবার সাক্ষাতে দেখ
যিশরায়েলের সন্তানেরা শুনিল না আমাকে তবে কি
মতে ফারোও শুনিবে আমার কথা আমি হই অশুচি
১৩ ওষ্ঠাধর গ্রস্ত। তখন যিহোবা কহিয়া আজ্ঞা দিলেন
মোশা ও আহারনকে যিশরায়েলের সন্তান ও মিসরের
রাজাকে কহিতে মিসর হইতে বাহির করিয়া
আনিতে যিশরায়েলের সন্তানেরদিগকে।

১৪ এ সকল তাহারদের পিতারদের বাটীর অধ্যক্ষ।
যিশরায়েলের প্রথম পুত্র রাউবনের পুত্র হনোখ
ও পালুয়া হিজরোণ ও কর্ম্মী এ সকল রাউবনের
১৫ পরিজন। এ শিমওোনের পুত্রগণ যিমুএল ও
যিমন ও আহদ যিখিন ও সহর ও শাউল এক
কনাঁয়নীর পুত্র। এ সকল শিমওোনের পরিজন।
১৬ এই লোইর পুত্রগণের নাম তাহারদের বংশানু
যায়ি গর্শোন ও কহাত ও মরারি ও লোইর পরমায়ু
১৭ একশত সাঁইত্রিশ বৎসর। এ গর্শোনের পুত্র
গণ লবনী শিমঈী তাহারদের পরিজনানুযায়ি।
১৮ কহাতের পুত্রগণ অম্রম ও যিজহর ও হিবরোণ
ও উজীএল। কহাতের পরমায়ু একশত তেত্রিশ
১৯ বৎসর। এ মরারির পুত্রগণ মহলি ও মোশি এ
২০ লোইর পরিজন তাহারদের বংশানুযায়ি। অম্রম
বিবাহ করিল যিওবদ তাহার পিসীকে ও সে পুত্রব